ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-205 ■ 6 May, 2025 ■ আগরতলা ৬ মে, ২০২৫ ইং ■ ২২ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাহালগামে সন্ত্রাসী হামলা

মোদীকে ফোন করে ভারতের পাশে থাকার বার্তা পুতিনের

নয়াদিল্লি, ৫ মে।। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে পাহালগামে ঘটে যাওয়া নির্মম সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেন, "ফোনালাপে পুতিন পাহালগামের সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানান, নিরীহ প্রাণহানির জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করেন এবং ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে পূর্ণ সমর্থন জানান।"

গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পাহালগামে একটি মনোরম উপত্যকায় ঘটে যাওয়া হামলায় ২৬ জন সাধারণ নাগরিক প্রাণ হারান। হামলার সঙ্গে 'সীমান্ত পারাপার সংযোগ' রয়েছে বলে ভারত জানিয়েছে। এই ঘটনার পরপরই পুতিন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বার্তা পাঠিয়ে জানান, "এই বর্বরোচিত অপরাধের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। এর পরিকল্পনাকারী ও সমর্থকদের শাস্তি প্রাপ্য।"

রুশ দূতাবাসের একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পুতিন এই হামলাকে 'বর্বরোচিত' বলে অভিহিত করেন এবং উভয় পক্ষই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। এতে আরও বলা হয়, "আলোচনায় ভারত-রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়, যা বহির্বিশ্বের প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলভাবে বিকশিত হচ্ছে।" পুতিন বলেন, "এই নৃশংস হামলার পরিকল্পনাকারী ও তাদের সহায়তাকারীদের বিচারের আওতায় আনা আবশ্যক।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি রাশিয়ার 'ভিক্টরি ডে'-র ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে পুতিনকে অভিনন্দন জানান এবং চলতি বছরে বার্ষিক ভারত-রাশিয়া সম্মেলনে অংশ নিতে তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ জানান। এর আগে শুক্রবার, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ফোনে কথা বলেন। তাতে লাভরভ জানান, "নয়া দিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে মতানৈক্য শুধুমাত্র ১৯৭২ সালের শিমলা চুক্তি ও ১৯৯৯ সালের লাহোর ঘোষণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি ও মথার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তপ্ত টাকারজলা, গাড়ি ভাংচুর, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। ফের শাসক ও শরিক দলের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পশ্চিম টাকারজলা ভিলেজ দখলকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার কান্ডের সূত্রপাত বলে জানা গেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভাংচুর করা হয়েছে একাধিক গাড়ি, বাইক সহ অন্যান্য যানবাহন। নষ্ট করা হয়েছে বিজেপির প্রচারসজ্জা। আক্রান্ত হয়েছেন দুই দলের একাধিক কর্মী সমর্থকগণ।

শাসক ও শরিক দলের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। টাকারজলা থানার সামনেই এদিনের এই সংঘর্ষটি সংঘটিত হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় আরক্ষা বাহিনী।

কিন্তু পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ঘটনাস্থলে।

বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে গোটা এলাকায়।

তবে শাসক আর শরিক দলের সংঘর্ষ এই নতুন নয়। বার বার শাসক ও শরিক দলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। ফের একবার এইধরনের ঘটনায় এই জোটকে সাধারণ জনগণ আগামীদিনে কতটা গ্রহন করবে সেটাই প্রশ্ন। অন্যদিকে এই বিষয়ে শাসক দলের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

শরিক দলের এহেন আচরণকে শাসক দলও ভালো চোখে দেখছে না বলেই ধারণা তথ্যবিজ্ঞ মহলের।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বছর বাঁচাও পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বছর বাঁচাও পরীক্ষা শুরু হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানান মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সচিব দুলাল দে।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ এপ্রিল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষনার পর আজ থেকে শুরু হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিট বিতরণের কাজ। চলবে আগামীকাল পর্যন্ত।

পর্ষদ সচিব ডঃ দুলাল দে জানিয়েছেন, যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের উত্তরপত্র পুন: মূল্যায়ন করতে চান এর জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পর্ষদের পোর্টালে দেওয়া আছে। সেখান থেকে ডাউনলোড করে সেই ফর্ম ফিল আপ করে ৮ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুলে জমা দিতে হবে। এর জন্য একজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক বছর ধরে বিল না দেওয়ায়

ধর্মনগর ক্রিকেট এসোর বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করল নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। মাত্র একদিন আগেই রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ খুলেছেন ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, রাজ্যের মাত্র ৪১ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের বিল সময়মতো পরিশোধ করেন। বাকি ৫৯ শতাংশ গ্রাহক নিয়মিত বিল না দেওয়ার কারণে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম আর্থিক সংকটে পড়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, রাজ্য সরকারের সহায়তা ছাড়া বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষে পরিষেবা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ মন্ত্রী আপামর জনগণের কাছে আবেদন জানানসময়মতো বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দেওয়া হোক, যাতে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা যায়।

এই মন্তব্যের একদিন পরেই কার্যত এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড(টিএসইসিএল)। টানা এক বছর ধরে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বিদ্যুৎ নিগম। নিগমের ধর্মনগর বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক বছর ধরে এই অ্যাসোসিয়েশন বিদ্যুৎ বিল জমা দিচ্ছে না। বর্তমানে তাদের বকেয়া বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা।

নিগমের কর্মকর্তারা জানান, অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের একাধিকবার মৌখিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। এমনকি লিখিত নোটিশও পাঠানো হয়েছে একাধিকবার। তবুও কর্তৃপক্ষ কোনো সাড়া দেয়নি, এমনকি নোটিশের জবাবও দেয়নি। ফলে নিরুপায় হয়ে, নিয়ম মেনেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছে বিদ্যুৎ নিগম।

এ বিষয়ে নিগমের এক কর্মকর্তা বলেন, "আমরা কোনওভাবেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। কিন্তু সংস্থা যদি বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বিল না মেটায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়।" তিনি আরও বলেন, "সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলে সকলেরই সুবিধা হয়। পরিষেবাও স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। তাই সবাইকে আমরা অনুরোধ করছি, দয়া করে বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করুন।"

এই ঘটনার পর জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, বিদ্যুৎ নিগমের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং সময় উপযোগী, কারণ সরকারি বা বেসরকারি হোককোনও প্রতিষ্ঠানকেই নিয়ম লঙ্ঘনের সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। একই সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছে, সরকারের বারবার অনুরোধ যদি আমল না পায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতকারীদের এলোপাথাড়ি কোপ আশঙ্কাজনক একই পরিবারের তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। দুস্কৃতি হামলায় একই পরিবারের তিনজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। টাকা চেয়ে বাকবিতন্ডায় দুস্কৃতিরা তাঁদের এলোপাথাড়ি কুপিয়েছে। তাতে, নাগিছড়া এলাকার বাসিন্দা দয়াল চন্দ্র চাকমা, তাঁর স্ত্রী স্বেতা চাকমা ও তাঁর ছেলে অস্টিন চাকমা গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ তাঁদের উদ্ধার করে হাঁপানিয়া স্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তিনজনকেই জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাইল্ড লাইন ও পুলিশের চেষ্টায় উদ্ধার বিক্রি হওয়া সদ্যজাত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। অভাবের তাড়নায় এক দিনের নবজাতক কন্যা সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছিল সিমনা কাটাছড়া গ্রামের এক পরিবার। এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এক দম্পতির বিরুদ্ধে। গত ৩০ এপ্রিল সিমনার কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসেনজিৎ দাস ও লক্ষ্মী রানী সরকারের চতুর্থ সন্তানের জন্ম হয়। সেদিনই সন্তানটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয় খোয়াইয়ের এক পরিবারের কাছে। যদিও এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় প্রশাসনিক দৌড়ঝাঁপ। পরে রবিবার রাতেই উদ্ধার করা হয়েছে সদ্যজাত শিশুটিকে।

এদিকে একদিনের কন্যা সন্তান বিক্রির ঘটনায় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের তরফে দাবি করা হয় বাচ্চা বিক্রির বিষয়টি ভুল। ইতিমধ্যেই শিশুটিকে উদ্ধার করে হোমে রাখা হয়। তদন্ত করে যদি দেখা যায় যে শিশুর পরিবার তাকে লালন পালন করতে না পারে তাহলে পরবর্তী সময় নিয়ম নীতি মেনে তাকে দত্তক দেওয়া হবে। আপতত শিশুকন্যাটি হোমে আছে, ভালো আছে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মা।

নবজাতক শিশু কন্যার মায়ের দাবি তাদের তিনটি সন্তান রয়েছে। তাই চতুর্থ সন্তানকে লালন পালন করতে পারবে না। ওই নতুন পরিবারে তাদের সন্তান ভালো থাকবে তাই তিনি ওই সন্তানকে দিয়ে দিয়েছেন। তবে টাকার বিনিময়ে সন্তান বিক্রি করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন লক্ষ্মীরানি সরকার।

কিন্তু, নবজাতক কন্যা সন্তানটির দিদা স্বীকার করেন যে নবজাতক কন্যাটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। নবজাতক শিশুটিকে বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় গোটা পরিবারের সদস্যদের কথায় অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে কি টাকার বিনিময়েই শিশুটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, তা তদন্তের মাধ্যমেই বেরিয়ে আসবে। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তবে পুনরায় রাজ্যে অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

রোমান স্ক্রিপ্ট, পাঠ্যপুস্তকের দাবিতে

আদিবাসী কংগ্রেসের বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। ককবরক ভাষাকে রোমান স্ক্রিপ্টে চালুর দাবিতে সোমবার রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করল প্রদেশ আদিবাসী কংগ্রেস। এই দিন কংগ্রেস ভবন থেকে মিছিল বের করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আদিবাসী কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা। পরে তারা শিক্ষা ভবনে গিয়ে দাবিপত্র পেশ করেন। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আদিবাসী কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান শব্দকুমার জামাতিয়া। শিক্ষা ভবনে গিয়ে তারা শিক্ষাদপ্তরের আধিকারিকদের হাতে একটি লিখিত ডেপুটেশন তুলে দেন। তাদের মূল দাবি, ককবরক ভাষায় শিক্ষার্থীদের জন্য রোমান স্ক্রিপ্টে পাঠ্যপুস্তক ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হোক।

আদিবাসী কংগ্রেসের দাবি, মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে রোমান স্ক্রিপ্টকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। এই দাবি অবিলম্বে মানা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

নগদ ২৪ লাখ টাকা সহ আটক স্বর্ণ ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ মে।। চলন্ত ট্রেন থেকে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে আটক করলো ধর্মনগর জিআরপি থানার পুলিশ। রবিবার ধর্মনগর-আগরতলা গামী ট্রেনে রুটিন চেকিংয়ের সময় পানিসাগর রেল স্টেশনের কাছে এই ঘটনা ঘটে।

ধৃত ব্যক্তির নাম রাহুল দেবনাথ (৩২), পিতা মনোরঞ্জন দেবনাথ, বাড়ি ধর্মনগরের নয়াপাড়া এলাকায়। তাঁর ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ২৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০০ টাকা নগদ।

জিআরপি থানা পুলিশ জানিয়েছে, ওই সময় ট্রেনে তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। তখনই সন্দেহজনকভাবে রাহুল দেবনাথের ব্যাগ তল্লাশি করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের রক্তদানেই রাজ্যে রক্তের সংকট মিটবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ রক্তদান করলেই রক্তের সংকট দূর করা সম্ভব। সেই হিসেবে বছরের ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত মজুদ করতে পারলেই রক্তের আর কোনো সমস্যা থাকবে না। স্বেচ্ছায় রক্তদানে রাজ্যের সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদান শিবিরগুলির পাশাপাশি ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতেও স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সোমবার ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল ও ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য পরিবহন কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যার নিরিখে ১ শতাংশ রক্তের যোগান থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাজ্যে গত বছর ৪২ হাজার ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়েছে। সারা বছর রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজিত হচ্ছে। এছাড়া সংকটময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি অর্থ বছরে পুর নিগমের ৪৭৫,৮৩ লাখের বাজেট গৃহীত

শহরকে নতুন ভাবে সাজানোর উদ্যোগ ঃ মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। আগরতলা পুর নিগমের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট আজ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। আজ এক পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে বাজেটের উপর আলোচনা হয়। তারপরেই সর্বসম্মতিক্রমে এই বাজেট গৃহীত হয়।

মেয়র দীপক মজুমদার জানান, আজ আগরতলা পুর নিগমের ২০২৫ — ২৬ অর্থবছরের জন্য ৪৭৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুর্গম এলাকায় সৌর পাম্পে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিচ্ছে ট্রেডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।।: রাজ্যের দুর্গম এলাকাগুলিতে যেখানে বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্যতা কম সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে পুনর্নবীকরণ শক্তি উন্নয়ন সংস্থা বা ট্রেডা। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে সোলার বেইসড কমিউনিটি ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্লান্ট এর মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ১৬টি পাড়াতে সোলার বেইসড কমিউনিটি ওয়াটার প্লান্ট বসিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের করা হচ্ছে। আজ একথা জানিয়েছেন পুনর্নবীকরণ শক্তি উন্নয়ন সংস্থার যুগ্ম অধিকর্তা দেবব্রত শুক্ল দাস।

তিনি বলেন এই সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ফলে বহু গ্রামে এখন জল বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটাই কমেছে। ওই সমস্ত গ্রামের মানুষ এখন স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্য আরো ৫০টি পাড়াকে

সৌর চালিত পাম্পের সাহায্যে এইভাবে বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়ার। তার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি আরো বলেন জল জীবন মিশনের থেকে দুর্গম এলাকায় জলের পাম্প বসানো হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতের ভোল্টেজ কম থাকায় এবং দূরবর্তী এলাকা থেকে বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন আনার ফলে ওই সমস্ত এলাকায় পানীয় জল যথাযথভাবে সরবরাহ করা যা সম্ভব হচ্ছে না সেই সমস্ত পাম্প গুলিকেও সৌর চালিত পাম্পে পরিণত করে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ট্রেডা। এরকম ২৩১ টি সোলার পাম্প এখনও পর্যন্ত বসানো হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো পাঁচ হাজার পাম্প কে সোলারাইজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

মানব সভ্যতার বিকাশে পুনর্নবীকরণ শক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে এনার্জি ট্রানজেকশনের যুগ। অতীতে পেশী শক্তির মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ৬ এপ্রিল,২০২৫ ইং
২২ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভাতে মারার কৌশল !

পাকিস্তানকে জব্দ করিতে ভারত বহুমুখী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। ভারতের এই পরিকল্পনার কাছে পাকিস্তানের কোন যুক্তি যুক্তি-গ্রাহ্য বলিয়া মনে হইবে না। পাকিস্তানকে বিশ্বজুড়িয়া কোণঠাস করিতে নানা কৌশল গ্রহণ করা হইয়াছে।

পাকিস্তানকে হাতে মারিবার প্রস্তুতির পাশাপাশি, এ বার ভাতে মারিবার দিকে এগিয়ে গেল ভারত। সোমবার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সভাপতি মাসাতো কান্ডার সঙ্গে দেখা করিয়া পাকিস্তানের তহবিল কমানোর দাবি জানাইয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। পহেলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাইয়াছে ভারত।

মাসাতো কান্ডারের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি, এ দিন ইতালির অর্থমন্ত্রী জিয়ানকার্লো জিওরগেত্তির সঙ্গেও দেখা করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাঁহার কাছেও একই দাবি অর্থাৎ, পাকিস্তানের তহবিল কাটছাঁট করিবার দাবি জানাইয়াছেন নির্মলা। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের আর্থিক সংকটের কথা কারও অজানা নয়। তাহাদের অর্থনীতি ব্যাপক ভাবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের তহবিলের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা থেকে শুরু করিয়া অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামাবাদকে আর্থিক সহায়তা দেয় এই ব্যাঙ্ক।এর পাশাপাশি পাকিস্তান আর্থিক সহায়তা পায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ-এর কাছ থেকেও। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে আইএমএফ-এর সঙ্গে পাকিস্তানের চুক্তি হইয়াছে। আগামী তিন বছরে ইসলামাবাদকে ৭ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ দেওয়ার কথা আইএমএফ-এর। এই চুক্তি নিয়াও ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।এই তহবিলগুলি বন্ধ হইয়া গেলে, আক্ষরিক অর্থেই না খাইতে পাইয়া মরিবার দশা

হইবে পাকিস্তানের। কিন্তু এই বেহাল আর্থিক অবস্থাতেও ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সন্ত্রাসবাদের বিস্তারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করিয়া চলিয়াছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক তহবিল বন্ধ

হইলে সন্ত্রাসবাদে অর্থের জোগানেও টান পড়িবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বা এফএটিএফ-এর কালো বা ধূসর তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে, অল্প মাত্রায় হইলেও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করিয়াছে পাক সরকার। এফএটিএফ-এর কালো বা ধূসর তালিকাভুক্ত হইলে আন্তর্জাতিক সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। ইসলামাবাদের সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী সেই সকল পদক্ষেপকে 'আইওয়াশ' বলে মনে করা হইলেও, দেখা গিয়াছে টাকায় টান পড়িলে তবেই পাকিস্তান নড়িয়াচড়িয়া বসে।

নিট পিজি ২০২৫ দুই শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা, নোটিশ জারি

নয়াদিল্লি, ৫ মে : নিট পিজি ২০২৫ পরীক্ষাকে দুই শিফটে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইউনাইটেড ডক্টর্স ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর দায়ের করা মামলায় আজ সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র, ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশনস (এনবিএ) ও ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি)-এর প্রতি নোটিশ জারি করেছে। বিচারপতি বি.আর. গাভাই এবং কে.ভি. বিশ্বনাথনের বেঞ্চ মামলাটি আগামী সপ্তাহে পরবর্তী শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে।

আবেদনকারীরা দাবি করেছেন, সারা দেশে একযোগে একটি ইউনিফর্ম সেশনে নিট পিজি পরীক্ষা নেওয়া উচিত, যাতে সমস্ত পরীক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ এবং মূল্যায়ন মান বজায় থাকে। মামলাটি আইনজীবী সত্যম সিং রাজপুতের মাধ্যমে দায়ের করা হয়েছে।

আবেদনে বলা হয়েছে, দুই শিফটে ভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার ফলে প্রশ্নের কঠিনতা স্তরে অমিল ঘটে, যা পরীক্ষার্থীদের জন্য বৈষম্যমূলক এবং সংবিধানের ১৪ ও ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এনবিই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল নর্মালাইজেশন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তা অস্বচ্ছ, জনপরামর্শহীন ও বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণহীন বলে দাবি করা হয়েছে। আবেদনকারীরা বলছেন, এই পদ্ধতির ভিত্তি ভুল — কারণ এটি ধরে নিচ্ছে যে সমস্ত শিফটের প্রশ্নের কঠিনতা এবং পরীক্ষার্থীদের দক্ষতা একরকম। আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের কাছে ১৫ জুন নির্ধারিত পরীক্ষার উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছে এবং একক, সমান মানসম্পন্ন পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

এর আগে নিট পিজি ২০২৪ পরীক্ষা, যা একইভাবে দুই শিফটে নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও বেশ কয়েকটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল। সেগুলিতে এনবিই-র প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ও পরীক্ষার্থীর রেসপন্স শিট প্রকাশ না করা, দুই শিফট চালু করা, নর্মালাইজেশন পদ্ধতি ও টাই-ব্রেকিং নিয়ম বদল নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আবেদনকারীরা যুক্তি দিয়েছেন, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার অধিকার জীবিকার ও মর্যাদার অধিকার যা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত। এই অনিয়ম ও অস্বচ্ছ পদ্ধতি প্রকৃত মেধাবীদের ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে।

মণিপুরে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার, জঙ্গি গ্রেফতার, মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত

ইমফল, ৫ মে : রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে থাকা মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর টানা তল্লাশি ও অভিযানে চূড়াচাঁদপুর ও বিষ্ণুপুর জেলার সীমানা সংলগ্ন সামুচেপ লোক/নালার এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ কন্টোল রুমের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রবিবারের উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে — ২টি এসএলআর, ১টি এসবিবিএল বন্দুক, ২টি ইম্প্রোভাইজড মর্টার, ৪টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ২টি দেশি তৈরি ৯ মিমি পিস্তল, টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম। রাজ্যের সংবেদনশীল পাহাড় ও সমতল এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনীর তীব্র তল্লাশি ও "এরিয়া ডমিনেশন" অভিযানের অংশ হিসেবে এগুলি উদ্ধার হয়েছে।

অভিযানে তথ্যভিত্তিক তল্লাশি ও কর্ডন-অ্যান্ড-সার্চ অপারেশনের মাধ্যমে চাঁদাবাজি ও নিষিদ্ধ সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসময়ে কেসিপি(পিডব্লিউজি) ও কেওয়াইকেএল(এসওআরইপিএ)-এর সক্রিয় দুই ক্যাডারকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়াও, রবিবার ইমফল ইস্ট জেলা থেকে পৃথক এক অভিযানে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, যাদের কাছ থেকে ৩৪ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন পাউডার উদ্ধার করা হয়েছে। ইমফল ইস্টে বিশেষ মোটরবাইক অভিযান চালিয়ে নথিপত্র অসম্পূর্ণ থাকায় ২০০-র বেশি বাইক আটক করে যাচাই করা হয়েছে। শনিবার পরিচালিত আরেকটি অভিযানে ৩টি চুরি যাওয়া গাড়ি উদ্ধার এবং ৪৩টি গাড়ি থেকে টিন্টেড গ্লাস (অবৈধ কাচ) সরানো হয়েছে। জাতীয় সড়ক এনএইচ-২তে নিরাপদ মালবাহী গাড়ি চলাচল নিশ্চিত করতে ৩৬৮টি গাড়িকে নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়ের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যজুড়ে ১১১টি চেকপয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে, তবে কোনো গ্রেফতারের খবর নেই। পুলিশ সাধারণ মানুষকে গুজব বা ভুয়ো ভিডিও ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা রোধে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি মণিপুরে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং পদত্যাগ করার পাঁচ দিনের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এদিকে, ভারতীয় সেনা ও আসাম রাইফেলসের স্পিয়ার কর্পস-এর আওতাধীন বাহিনী গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্যের কাকচিং, তেংনৌপাল, বিষ্ণুপুর ও কাংপোকপি জেলার পাহাড় ও সমতল এলাকায়

রবীন্দ্র সান্নিধ্যে মণিপুরী নৃত্য ও সংস্কৃতি

মিঠুন রায়

পৃথিবীর ভাব ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজও অনুপম বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি দেশ , কাল ও পাত্রের গন্ডি অতিক্রম করে। এক সার্বজনীন রূপ ধারণ করে অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের কক্ষে কক্ষে বিরাজ করে নব নব শিল্পসম্ভার , অপূর্বরূপ , বর্ণ ও সুষমা , ভাব , চিন্তা , ভাষা , ছন্দ , অলংকার , প্রতিটি মানুষের জীবনে সুখ - দুঃখ - বিরহ - মিলন - আনন্দের প্রতিচ্ছবি রূপেই বিরাজমান বলেই মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ আমাদের একান্ত আপনজন। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয়তমা মণিপুরী মহারাণী ভানুমতী সিংহের অকাল প্রয়াণে ব্যথিত বীরচন্দ্রের হাতে পৌঁছে রবিঠাকুরের ' ভগ্ন হৃদয় '। একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষের কণ্ঠে ভেসে উঠে ভগ্নহৃদয়ের কবিতার লাইন " স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয়প্রাণ এ পাড়ে দাঁড়ায়ে , দেবী , গাহিনু যে শেষ গান তোমারি মনের ছায়া যে গান আশ্রয় চায়। একটি নয়ন তাহারে করিও দান " মহারাজা বীরচন্দ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের গুণগ্রাহী ছিলেন।

পদাবলী সাহিত্যে এহেন বিরহের কবিতা শুনে তাঁর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার আগ্রহ জন্মে। পরবর্তীকালে অবশ্য রাজপরিবারের সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথের সাথে ত্রিপুরার যোগসূত্র গড়ে উঠে। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় প্রথম আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা স্মারক গ্রন্থে , ত্রিপুরায় রবীন্দ্র স্মৃতি প্রবন্ধে সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন - " কবি সম্বর্ধনার আয়োজন হইল পুরাতন কুঞ্জবনের সুউচ্চটিলায় শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বসন্তোৎসবে ত্রিপুরার আদিবাসীদের টংঘরের নমুনায় সম্বর্ধনা মঞ্চ তৈরী করা হল। এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনকে আরও সম্বর্ধিত করিয়াছে দলে দলে নৃত্যগীতরত মনিপুরী শিল্পীবৃন্দ। অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ , কোমল আঙ্গিক ও আত্মনিবেদনের বিনম্র ভঙ্গি দেখে কবি উৎসাহিত হন। শান্তিনিকেতনে নৃত্য বিভাগ চালু করার সুপ্ত বাসনা বাস্তবায়িত করার জন্য কবিগুরু উদ্যোগী হন। কবিগুরুর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শান্তিনিকেতনে পাঠান। বুদ্ধিমন্তসিংহ যেখানে বছরখানেক থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের রাওয়াল নৃত্য শেখান। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - " বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যাভ্যাস প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়া ছিল। ত্রিপুরা হইতে বুদ্ধিমন্ত সিংহ নামে এক শিল্পীকে পাওয়া যায়।... বালকরা বুদ্ধিমন্তের খোলের বোলের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা শুরু করে। '

প্রথমদিকে শান্তিনিকেতনে শুধু ছেলেদের মধ্যেই নৃত্যচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। কবি মেয়েদের মধ্যেও নৃত্যচর্চা শুরু করার জন্য বুদ্ধিমন্তের স্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য বুদ্ধিমন্ত সিংহ ত্রিপুরায় ফিরে আসার পর শান্তিনিকেতনে মনিপুরী নৃত্যশিক্ষাক্রম বন্ধ ছিল কয়েক বছর। ১৯২৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ এর আমন্ত্রণে পূর্ববঙ্গ সফর শেষে শেষবারের জন্য আগরতলায় আসেন রবীন্দ্রনাথ। ঐ দিন সন্ধ্যায় রাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরের বাড়িতে মনিপুরী রাসনৃত্য দেখে কবিগুরু জানতে পারেন এই নৃত্যানুষ্ঠানের পরিচালক হলেন প্রতিভাধর শিল্পী নবকুমার সিংহ। ঐ বছরই নবকুমার শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরুর ৬৫ তম জন্মজয়ন্তীতে কবির ' কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত পূজারিণী কাহিনীর সূত্র ধরে শান্তিনিকেতনে পরিবেশিত হয় " নটির পূজা ' নৃত্যনাট্যটি। নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নবকুমার যে একজন যথার্থ গুণী শিল্পী তার নৃত্য পরিচালক হিসেবে শান্তিনিকেতনে প্রথম আবির্ভাবের বুঝা গিয়েছিল। ১৯৩৪ সালের মে মাসে শাপমোচন নৃত্যনাট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সিংহলে যান। সঙ্গে নৃত্য পরিচালক নবকুমার।

নবকুমারের ছেলে নরেন্দ্র কুমার সিংহও এই দলে ছিলেন। শাপমোচন সিংহলবাসীর হৃদয় জয় করল। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, " এতো বড়ো বিজয় , শুধু সাংস্কৃতিক বিজয় , বোধ হয় বিজয় সিংহের পর আর হয়নি। ' কে এম মুন্সী সহ অন্যান্যদের অনুরোধে রবি ঠাকুর নবকুমারকে তিনি বোম্বাই পাঠিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে শিলং - এ অবস্থানকালে আহমেদাবাদের আম্বালাল সারাভাইয়ের সাথে কবিগুরুর উপস্থিতিতে পরিচয় হয় নবকুমারের। সেখানে সারাভাইয়ের দুই কন্যা মৃদুলা ও লীলা সারাভাইকে নৃত্যশিক্ষা দান করেন নবকুমার সিংহ। কিছুদিন

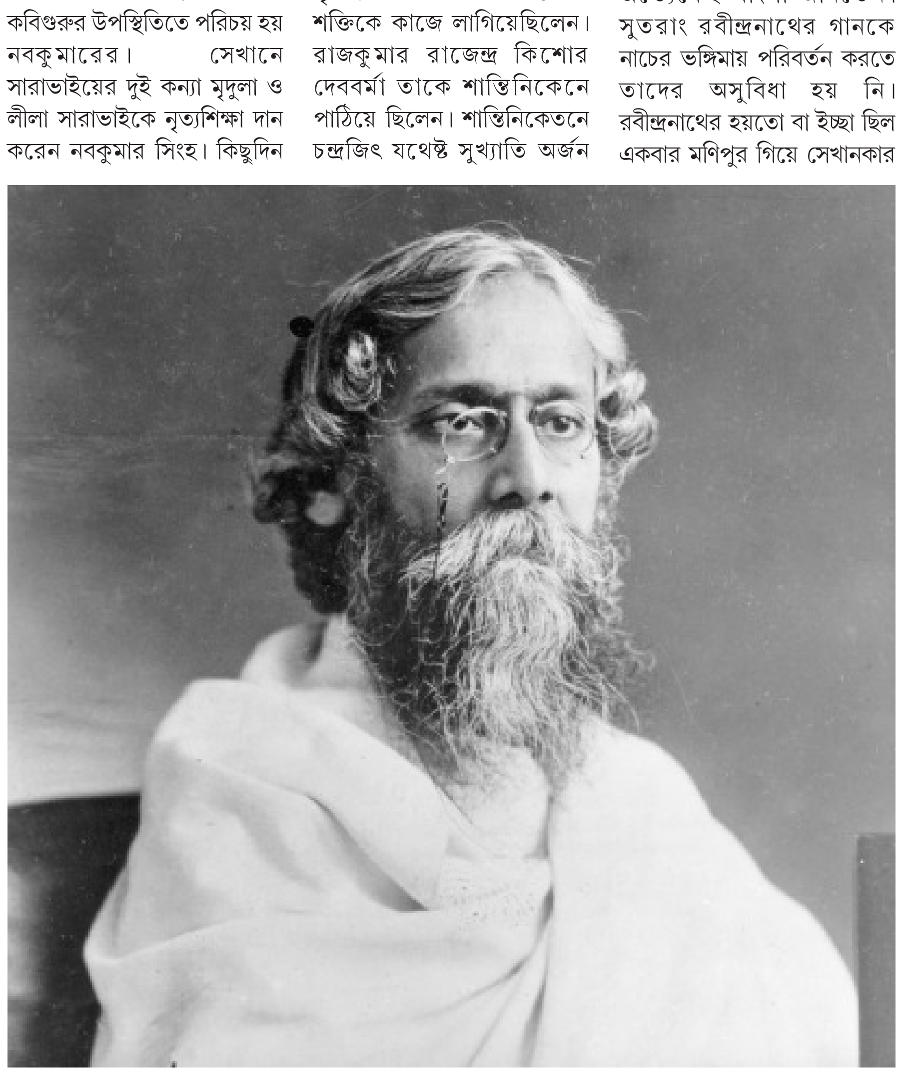

আহমেদাবাদে অবস্থান করে শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন।"

১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে নৃত্য শেখাবার জন্য যান ওজা শাপম বসন্ত সিংহ। রাজঅন্দরে নৃত্য শিক্ষক ছিলেন তিনি।

মহারাজা বীর বিক্রমের রাজত্বকালে রাজধানী , বিশেষত রাজাবাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে বসন্ত সিংহ সফলভাবে নৃত্য নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতেন। সাপম বসন্তের শান্তিনিকেতন থেকে আসার পর ১৯৩৬ এর শেষ দিকে রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ নৃত্যশিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। সেখানে ভানু সিংহের পদাবলী কিছু গান ও " তাসের দেশ " নৃত্য নাট্যের কোরিওগ্রাফ করার সুযোগ তিনি পান। চন্দ্রজিৎ সিংহ অবশ্য তাঁর সময়ে শান্তিনিকেতনে তাঁর পছন্দকে মণিপুরী নৃত্য শেখাতে পারেননি। তবু খাঁটি মণিপুরী শৈলীকে বজার রেখেই তিনি নৃত্যের সঙ্গে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। রাজকুমার রাজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা তাকে শান্তিনিকেনে পাঠিয়ে ছিলেন। শান্তিনিকেতনে চন্দ্রজিৎ যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। বছর দেড়েক পর তিনিও চলে যান আহমেদাবাদে। অন্যদিকে ওজা নীলেশ্বর মুখার্জী ১৯৩৫ সালে কবিগুরুর ব্যক্তিগত সচিবের (অনিল চন্দ্রের) মাধ্যমে নৃত্য শিক্ষক হিসাবে শিলচর থেকে শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতনের বহু নৃত্যাভিনয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর শেষজীবন কেটেছিল কৈলাশহরের মশাউলি গ্রামে। তাছাড়া শিলচর থেকে সেনারিক সিংহ ও ইম্ফল থেকে আতোম্বা সিংহ শান্তিনিকেতনে এসে মণিপুরী নৃত্যধারাকে প্রসারিত করে গেছেন। রবীন্দ্র সান্নিধ্যে নবকুমার প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় , বিশ্বকবি একবার খোদ নবকুমার সিংহকে বলেছিলেন , " দেখ নবকুমার আমার এখানে কথাকলি ভারতনাট্যমও চর্চা হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের ত্রিপুরা থেকে যে মনিপুরি নৃত্যধারা আমি পেয়েছি সেটাই এখানকার নৃত্যের ভিত্তিভূমি। " শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরার মণিপুরী নৃত্যগুরুদের ভাষাগত সুবিধাও ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা জানতেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গানকে নাচের ভঙ্গিমায় পরিবর্তন করতে তাদের অসুবিধা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের হয়তো বা ইচ্ছা ছিল একবার মণিপুর গিয়ে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রণালী ও কলা সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার। সেই সুপ্ত বাসনা তাঁর একাধিক চিঠিপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন- ১৯৩১ এর ২ জুন সতীশ চন্দ্র রায়কে লিখেছেন " মণিপুর থেকে দুজন নৃত্য শিক্ষক কিছুকাল শান্তিনিকেতনে রেখেছিলাম। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁদের বিদায় দিতে হয়েছে। আবার ১৮ মার্চ ১৯৩৪ - এ কন্যা মীরাকে লিখেন " মণিপুরের নবকুমার এসেছে , ছুটিতে থাকবে। নাচ শেখার দুর্লভ সুযোগ হয়েছে ---- এটাকে উপেক্ষা করিস নে। উক্ত চিঠি দুটিতে ' ত্রিপুরা ' লিখতে গিয়ে কবি হয়তো অসাবধনতাবসত " মণিপুর " লিখে -ফেলেছেন , অথবা হয়তো তাঁর সুপ্ত বাসনা অজান্তে কাজ করছিল। আসলে নৃত্যকে একটি উচ্চ শ্রেণীর কলা হিসাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে আন্দোলন হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য সেই আন্দোলনের সুত্রপাত হয়েছিল মণিপুরী নৃত্য শিক্ষা দানের মধ্যে দিয়ে। নৃত্যের প্রতি রবি ঠাকুরের বরাবরই আগ্রহ ছিল। ১৭ বছর বয়সে যখন তিনি পড়াশুনার উদ্দেশ্যে ইংলন্ডে যান , তখন প্রথম দিকে কিছুদিন ব্রাইটনে ছিলেন। সে সময় সামাজিক মেলামেশার উদ্দেশ্যে কিছু পাশ্চাত্য নাচ শিখেছিলেন। জোড়াসাকেঁ র বাড়িতে প্রথম যখন ফাল্গুনী নাটক অভিনীত হয় সেখানেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাউলের ভূমিকায় নেচে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে যে ভাব , আবেগ , রস ও অভিনয় কলার পূর্ণাঙ্গ অনিন্দ্য সুন্দর সুষমা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করেছিলেন গুরু নবকুমার রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য তথা সান্নিধ্যলাভ করেই। তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকায় নৃত্যগুরু নবকুমার সিংহ সম্বন্ধে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছিলেন " নবকুমার সিংহ এযুগের মণিপুরী নৃত্য আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই জন্য শিক্ষিত দেশবাসী মণিপুরী নাচের মাধুর্য্য উপলব্ধি করল ' নটির পূজার মাধ্যমে "। শান্তিনিকেতনে আগরতলা থেকে যে সব নৃত্য গুরুজন গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নৈপুন্য ও দক্ষতা রবীন্দ্র সান্নিধ্যে পুরোমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক ড . এন . তোম্বী তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেছেন " রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক ক্ষণজন্মা ব্যক্তি। পরশ মণির মত তিনি যা স্পর্শ করেছেন তাই স্বর্ণে পরিণত হয়েছে। " পরিশেষে বলতে হয় ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন সময়ে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষকরা রবি ঠাকুরের ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। তারা কবিগুরুর সান্নিধ্যে থেকে মণিপুরী নৃত্যের প্রসার ঘটিয়েছেন দেশ - দেশান্তরে।

দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে মণিপুরী নৃত্যের মাধুর্য। যদিও বলতে হয় মণিপুরী নৃত্যে আঙ্গিকাভিনয় অংশই প্রধান। মণিপুরী নৃত্যে - নৃত্য অংশই প্রধান। ভাবাবিভাবের দ্যোতনায় তান্ডব ও লাস্য এই দুইকেই সমভাবে প্রকাশের ধারা মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে যে মণিপুরী নৃত্য ও সংস্কৃতি দেশীয় পরিমন্ডল পেরিয়ে , বিশ্ব সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গনে পৌছে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জাতীয় ভাবনার আলোকে কবিগুরু

সত্যনারায়ণ মজুমদার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতীয়তার নবজাগরণ শুরু হয়ে রাজনৈতিক দিক থেকে তিলক যুগের আবির্ভাব হয়, তখন বাংলা জাতীয়তার ত্রি যোগের সৃষ্টি হয় বাংলার বুকে। সুরেন্দ্রনাথের কর্মযোগ, বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দের জ্ঞানযোগ এবং রবীন্দ্রনাথের সাধনায় দেশ প্রীতির ভক্তিযোগ। স্বদেশ ভাবনা ছিল তার পারিবারিক অবদান। দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বকে অব্যাহত রাখার জন্য তত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরণের বিপদ সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ রাখার কার্য্যে সচেষ্ট ছিলেন। জাতীয় জীবনের ব্যাপক সমস্যা বিষয়ে ঠাকুর পরিবার ছিল সদা জাগ্রত। এহেন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ যখন বৃদ্ধিলাভ করছিলেন তখন বঙ্গ সাহিত্যের জগতে আবির্ভূত হন বঙ্কিমচন্দ্র যিনি জাতীয়তা ও অধ্যাত্মিকতাকে সমানভাবে উপলব্ধি করেন। স্বদেশকে দশপ্রহরণী দুর্গারূপে বন্দেমাতরম মন্ত্রের মাধ্যমে তিনি দীক্ষিত করেন। হিন্দুত্বের আদর্শে ভবিষ্যৎ ভারত নির্মাণের এক মহান মন্ত্র তিনি প্রচার করেন। এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাই ১৮৯৬ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে নিজস্ব স্বরলিপিতে তিনি গাইলেন বন্দেমাতরম গান এবং রচনা করলেন 'অয়ি ভুবন মনমোহিনী। যে ঐতিহাসিক বোধ তার মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল তার থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের বিদেশি তোষণের কারণ। স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাসের অজ্ঞানতা হেতু ভারতবাসীর মনে যে দাসত্ব ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সেইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখলেন"আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের চিরন্তন স্বদেশকে আমাদের দেশের ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পাই না। বাল্যকালেই দেশের ইতিহাসের মধ্যেই মানুষ তাদের দেশের পরিচয় পায় আমাদের ঠিক তার উলটো' জাতীয় ইতিহাসের জ্ঞানের

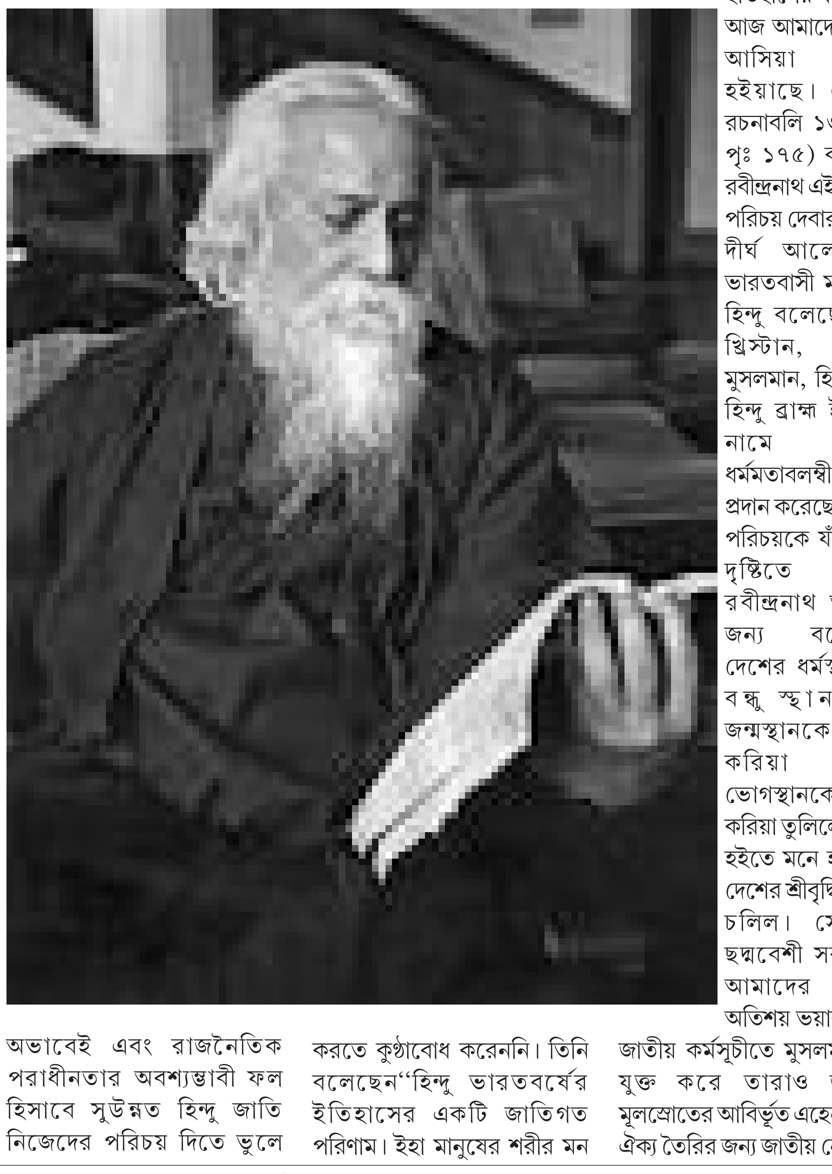

অভাবেই এবং রাজনৈতিক পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সুউন্নত হিন্দু জাতি নিজেদের পরিচয় দিতে ভুলে গেছে এবং ভারতে কোনো জাতি নেই এহেন ইংরেজ প্রচারের শিকার হয়ে জাতি তৈরির কথা প্রচার করে আসছিল। মুক্ত চেতনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেদিন ভারতের মূল জাতি যে হিন্দু সেকথা ঘোষণা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তিনি বলেছেন"হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদুর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাত পরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। (রবীন্দ্র রচনাবলি ১৩শ খণ্ড পৃঃ ১৭৫) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় পরিচয় দেবার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় ভারতবাসী মাত্রকেই হিন্দু বলেছেনহিন্দু খ্রিস্টান, হিন্দু মুসলমান, হিন্দুশাক্ত, হিন্দু ব্রাহ্ম ইত্যাদি নামে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী পরিচয় প্রদান করেছেন। হিন্দু পরিচয়কে যাঁরা হীন দৃষ্টিতে দেখেন রবীন্দ্রনাথ তাদের জন্য বলেছেন দেশের ধর্মস্থানকে, বন্ধু স্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ।

জাতীয় কর্মসূচীতে মুসলমানদের যুক্ত করে তারাও জাতীয় মূলস্রোতের আবির্ভূত এহেন কৃত্রিম ঐক্য তৈরির জন্য জাতীয় নেতৃত্বের অনেকেই নিজেকে হিন্দু বলতে লজ্জা করতেন এবং বর্তমানেও এহেন পরিবেশ বিদ্যমান। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বিনষ্ট করার জন্য নিজের হিন্দু পরিচয়কে অস্বীকার করা যে জাতীয় মর্যাদার লক্ষণ নয় সে বিষয়ে কবি সজাগ ছিলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন"হিন্দুর সাথে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা যে অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায়, তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনি থাকিয়া যায়, কেবল আমিই তাহা হইতে একলা পাশ কাটাইয়া আসি।

ইতিহাসের মহানস্রোতে হিন্দুত্বের বহুযুগব্যাপী বিভিন্ন ধারা একত্রিত হয়েছে। হিন্দুত্বের সংজ্ঞা তাই সময় ও কালানুযায়ী বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুত্বের এই সর্বানুভূত স্বরূপ সম্বন্ধে কবির অনুভূতি হল"জগতে হিন্দু জাতির জাতীয়ত্বের বন্ধন যেমন কঠিন, তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।

ইউরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনোকালই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুর। জাতিবদ্ধ নহে সেকথা ঠিক নহে। বৈদিক সময় হইতে পৌরানিকযুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরেই শাস্ত্র এবং সংস্কার আচার এবং অনুশাসন হিন্দুদিগের জন্য এক বিরাট বিস্তৃত আবাস ভবন নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভেদাভেদ দৃষ্টি হয়েছে এবং বৈদেশিক শাসনে এই জাতিভেদ শাসনের সহযোগিতায় মন্বান্তরে পরিণত হয়েছিল। এই জাতিকে সংঘবদ্ধভাবে পুনর্নির্মাণ করার জন্য তৎকালীন নেতৃত্বের কাছে তাঁর আহ্বান ছিল'এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে অর্ঘ্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তুপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দেবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমানকালের মহাপুরুষ।

সুসমৃদ্ধ এক বিশাল জাতীয় জীবন রচনার ক্ষেত্রে তিনি সেজন্য আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শিবাজীকে। তড়িৎ প্রবাহবৎ যে শিবাজীর মস্তিষ্কে দিব্য ভাবনার উদার হয়েছিল যে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য পাশে আবদ্ধ করতে হবে। স্বদেশ কার্য্যার্থে শিবাজীর প্রাণোৎসর্গকে সত্য সাধন ও ভারতের শাশ্বত 'ধর্ম' বলে অবিহিত করেছেন। শিবাজী মহারাজের পুণ্য নামে শপথ গ্রহণের মাধ্যমেই দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে এহেন বিশ্বাস তাঁর মনে সুদৃঢ় হয়েছিল তাই তার ভবিষ্যদ্বানী হলভারতবর্ষে "এক ধর্ম রাজ্য" স্থাপিত হবে। পরবর্তীকালে কালান্তরে "হিন্দু মুসলমান" প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সেই চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার আশা—"হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পরে লড়াই করিয়া মরিবে নাএইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না। তা ছাড়া বিশেষভাবে হিন্দু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দেশ বিদেশের হউক তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।"

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বন হল আমাদের ফুসফুস, তাই দেশের বনভূমি যদি সুস্থ থাকে, তাহলে মানুষের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ মে : বন হল আমাদের ফুসফুস। দেশের বনভূমি যদি সুস্থ থাকে, তাহলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। আজ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে 'জাতি গঠনে বনবিদ্যার ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় এই মন্তব্য করেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়।

কর্নাটকের সিরসিতে ফরেস্ট্রি কলেজের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষি আমাদের জীবনরেখা, কিন্তু বন আমাদের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্যোগের প্রতিরোধ দেয় এবং প্রান্তিক মানুষের জীবিকা রক্ষা করে। তাই বন রক্ষা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সংকট। এ পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। আমাদের হাতে বিকল্প গ্রহ নেইএই পৃথিবীই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তাই সব নাগরিকের উচিত বন রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং সচেতন ভূমিকা পালন করা।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার টেকসই ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে ধনখড় বলেন, এই দেশ আত্মিকতা ও টেকসইতার সংমিশ্রণ। বৈদিক সংস্কৃতি হাজার হাজার বছর আগে থেকেই আমাদের শেখায়, প্রকৃতিকে অপব্যবহার নয়সহাবস্থান করো। আজকের দিনে টেকসই উন্নয়ন ছাড়া বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, প্রকৃতি, পরিবেশ, বন, বাস্তুতন্ত্রএসবের আমরা ভোগকারী নই, বরং অভিভাবক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এগুলো রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।পরিবেশ শিক্ষার প্রসঙ্গে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এখন আর শিক্ষা পৃথক পৃথক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চিকিৎসা, প্রকৌশল, ব্যবস্থাপনা, বনবিদ্যাসব শিক্ষাই আজ আন্তঃ বিষয়ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। যুব সমাজের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জ্ঞান অন্বেষণে উদ্দীপ্ত হও। যে বিষয় আজ তোমরা শিখছো, তা ভবিষ্যতের অসংখ্য সমস্যার সমাধান দিতে পারে। গবেষণার মাধ্যমে বনজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্ভব।

সিরসির প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রশংসা করে তিনি বলেন, পশ্চিমঘাটের কোলে অবস্থিত সিরসি বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের এলাকা। এখানে প্রকৃতির মাঝে যে শিক্ষা হয়, তা চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়এ এক মুক্ত ও প্রাণবন্ত শ্রেণিকক্ষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট, বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ বাসবরাজ এস. হোরাট্টি, উত্তর কন্নড় জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মানাল এস. বৈদ্য, সংসদ সদস্য বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ধারওয়াদের উপাচার্য ড. পি.এল. পাটিল এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ভারতের এমআইসিই শিল্প অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হতে চলেছে: 'মিট ইন ইন্ডিয়া কনক্লেভ ২০২৫' জয়পুরে অনুষ্ঠিত

জয়পুর, ৫ মে: ভারতের পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেছেন, ভারতের এমআইসিই (মিটিংস, ইনসেনটিভস, কনফারেন্সেস এবং এক্সিবিশনস) শিল্প আগামী দিনে দেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে এবং এটি উচ্চমানের কর্মসংস্থানেরও একটি বড় উৎস হবে।

এই বক্তব্য তিনি ৪ঠা মে রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত 'মিট ইন ইন্ডিয়া কনক্লেভ ২০২৫'-এ রাখেন। অনুষ্ঠানটি ১৪তম গ্রেট ইন্ডিয়ান ট্র্যাভেল বাজার (জি-আই-টি-বি)-এর অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয় এবং এটি ভারতের পর্যটন মন্ত্রক, রাজস্থান সরকার, এবং এফআইসিসিআই-এর যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হয়।

মন্ত্রী শেখাওয়াত জানান, "ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, বিশ্বমানের পরিকাঠামো ও সরকারের সক্রিয় সহায়তায় এমআইসিই শিল্প দ্রুত বিশ্ব মঞ্চে ভারতকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। ভারত এখন বৈশ্বিক এমআইসিই মানচিত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে।" তিনি আরও বলেন, ভারত ভারত মণ্ডপম, যশোভাবুমি, জিও ওয়ার্ল সেন্টার-এর মতো আইকনিক ভেন্যু নিয়ে কমপক্ষে ১০টি ভারতীয় শহরকে শীর্ষ ঞ্জজ্ঞ্বক্কগন্তব্যে পরিণত করতে চায়। নীতি আয়োগ-এর ভাইস চেয়ারম্যান সুমন বেরি বলেন, "জি-২০ সভাপতিত্বকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ভারতকে নতুন পথ দেখিয়েছে। রাজ্যগুলিকে এই গতি ধরে রাখতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ থেকে কনসার্ট পর্যটনসব দিকেই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।"

রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী বলেন, "রাজস্থান এখন কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন গন্তব্য নয় বরং এটি ভবিষ্যতমুখী, এমআইসিই-র জন্য উপযুক্ত একটি আধুনিক কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টার, ডিজিটাল পরিকাঠামো, এবং বিশ্বমানের আতিথেয়তার মাধ্যমে রাজস্থান একটি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে।" ওড়িশার উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রভাতি পরিদা বলেন, "পুরী থেকে কোনার্ক আমাদের রাজ্যে কনফারেন্স ও এক্সিবিশনের পাশাপাশি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রয়েছে। ওড়িশা এখন ভারতের অন্যতম এমআইসিই হাব হয়ে উঠছে।"

পর্যটন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ও ডিরেক্টর জেনারেল সুমন বিল্লা বলেন, "একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় কৌশল, দক্ষ মানবসম্পদ, শক্তিশালী রাজ্য-ভিত্তিক প্রচার এবং একটি নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল পোর্টাল আমাদের ২০২৫ সালের মধ্যে শীর্ষ পাঁচটি এমআইসিই বাজারের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে।"

ফিকি (ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থার ফেডারেশন)-র প্রাক্তন সভাপতি ডঃ জ্যোৎসনা সুরি বলেন, "ভারত এখন আর কেবল একটি অবকাশযাপন গন্তব্য নয় বরং এটি একটি বিশ্বমানের ঞ্জজ্ঞ্বক্ক কেন্দ্র। জি-২০ সভাপতিত্বকালে ভারত তার সক্ষমতা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে।"

অনুষ্ঠানে ৩০০-র বেশি আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া এমআইসিই কোম্পানি, কনফারেন্স অর্গানাইজার, বিদেশি ট্যুর অপারেটর, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধি, হোটেল, অ্যাসোসিয়েশন ও মিডিয়া প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অধিবেশনে তিনটি মূল থিম ছিল। তা হল প্রবৃদ্ধির অনুঘটক--- ট্যুরিজম নীতির মাধ্যমে এমআইসিই সম্ভাবনার প্রসার, সম্ভাবনা উন্মোচন --- আন্তর্জাতিক ঞ্জজ্ঞ্বক্ক ইভেন্ট আনার জন্য কনভেনশন সেন্টারের মানোন্নয়ন এবং সাফল্যের কৌশল নির্ধারণ --- এমআইসিই কেন্দ্র হিসেবে ভারতের ব্র্যান্ড গঠনের কৌশল। কনক্লেভের পরে ৫—৬ মে জয়পুরে প্রদর্শনী ও সম্মেলন

আগরতলা পুর নিগম
-: বিজ্ঞপ্তি :-
No. F.04.B/Advt/PUB/PRO/AMC/2021
Dated, Agartala, 02/05/2025

এতদ্বারা সকল যানবাহন চালকগনকে জানানো যাচ্ছে যে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যেকোনো ভারী পণ্য বহনকারী যানবাহন এবং সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত যেকোনো মাঝারি পণ্য বহনকারী যানবাহন আগরতলা পৌর কর্পোরেশন এলাকার সমস্ত পাবলিক রাস্তা এবং রাস্তায় প্রবেশ এবং চলাচল/পরিবহন নিষিদ্ধ করছে আগরতলা পুর নিগম।

ধন্যবাদান্তে
পুর কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
No.F.04.B/Advt/PUB/PRO/AMC/2021
Dated, Agartala, 02/05/2025
Prohibits entry & Plying/Movement of All goods carrying vhicles from 9 A.M to 9 P.M. & On all Public Streets and roads within Agartala Municipal Corporation Area.
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ইন্ডিয়ান আইডল বিজয়ী পবনদীপ রাজন, অবস্থা আশঙ্কাজনক

নয়ডা, ৫ মে : ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন ইন্ডিয়ান আইডল সিজন ১২-এর বিজয়ী এবং উত্তরাখণ্ডের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর পবনদীপ রাজন। সোমবার ভোররাতে দিল্লি-লখনউ জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

সূত্রের খবর, পবনদীপের সঙ্গে থাকা আরও দুই সঙ্গীও এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনজনকেই নয়ডার একটি বড় হাসপাতালে রেফার করা হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, পবনদীপ রাজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রেখেছে। এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত ও সঙ্গীতজগতের মানুষজন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা মহড়ায় অংশ নিতে মালদ্বীপের মাফিলাফুশিতে পৌঁছাল আইএনএস শারদা

নয়াদিল্লি, ৫ মে: আঞ্চলিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রতি ভারতের অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস শারদা মালদ্বীপের মাফিলাফুশি এটলে পৌঁছেছে। ৪ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত চলবে মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ মোকাবিলা (এইচএডিআর) মহড়া।

এই যৌথ মহড়া ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের মধ্যে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক সহযোগিতার প্রমাণ। এটি ভারতের 'মহাসাগর' উদ্যোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার লক্ষ্য ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

মহড়াটির মূল লক্ষ্য হল ভারতীয় নৌবাহিনী ও মালদ্বীপ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী-র মধ্যে আন্তঃ -কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই অনুশীলনে দুর্যোগকালীন সমন্বয়, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, চিকিৎসা সহায়তা, লজিস্টিক সহায়তা, যৌথ ড্রিল, প্রশিক্ষণ সেশন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী সামাজিক সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এই ধরণের যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত ও মালদ্বীপ দুর্যোগ মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুতি আরও মজবুত করছে এবং মানবিক চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করছে।

NOTIFICATION
In view of the proposed revision of timelines, the Notification issued from this office vide No. 14-336(1)/TW/EDU/OTFS/ 2024-25 1/609592/2025, dated
28-03-2025, regarding "One Time Financial Support (OTFS)-2024-25" stands
CANCELLED.
ICA/D-144/25
(Subhasis Das, TCS, SSG)
Director of Tribal Welfare

মুর্শিদাবাদে হিংসা পূর্বপরিকল্পিত, বিজেপিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ, ৫ মে : মুর্শিদাবাদে ঘটে যাওয়া হিংসা প্রসঙ্গে ফের কেন্দ্র ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে দাবি করেন, 'এই হিংসা পূর্বপরিকল্পিত এবং সাজানো। যাঁরা এই উস্কানি দিয়েছে, বাংলা তাদের বরদাস্ত করবে না।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার কাছে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সকলেই সমান। আমি চাই না কোনও ধর্মের মানুষ আক্রান্ত হোক। ঘটনার একদিনের মধ্যে জাতীয় নারী কমিশন এখানে চলে এসেছে, অথচ তাঁরা মণিপুর, উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানে যায়নি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।"

তিনি বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, "বিএসএফ কেন গুলি চালাল? যদি তারা গুলি না চালাত, তাহলে পরদিন আর হিংসা ছড়াত না। আমি বিজেপিকে বলব, দয়া করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা না ছড়িয়ে সীমান্ত সামলান। গদি থাকলেই মানুষকে ভাগ করা যায় না।" মমতা সাথে যোগ করেন, "আমি যখন আক্রান্তদের দেখতে এলাম, তখন কেন তাঁদের গোপনে সরিয়ে দেওয়া হল? নিশ্চয়ই এর পেছনে ষড়যন্ত্র আছে।"

এদিন তিনি জানান, "আমি আগেই আসতে পারতাম, কিন্তু তখন পরিস্থিতি শান্ত ছিল না। যখন হিংসা থামে না, তখন সেখানে যাওয়া ঠিক নয়। আজ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় মুর্শিদাবাদে এলাম। আজ বহরমপুরে থাকব, কাল ধুলিয়ানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেব। যাঁদের দোকান-বাড়ি নষ্ট হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে সাহায্য করা হবে। সুতিতে একটি সরকারি রেশন বিতরণ কর্মসূচিও করব। বুধবার কলকাতায় ফিরে যাব।"

মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর নিয়ে বিজেপি কটাক্ষ করেছে। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী অনেক দেরিতে এলেন। যখন হিন্দুরা আক্রান্ত হন, তখন তিনি চুপ থাকেন। মুর্শিদাবাদ ও মালদায় বারবার হিন্দুদের ওপর হামলা হয়, তাঁদের বাড়ি ছাড়তে হয়, সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী চুপ। এখন যখন সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলা হয়েছে, তখন তিনি আসছেন।" তিনি আরও বলেন, "সরকারি কর্মীরা আগেই বাড়ি ও মন্দির মেরামতির কাজ শুরু করে দিয়েছে, যাতে হিংসার কোনও চিহ্ন না থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই হিংসাকে তুচ্ছ করে দিয়েছেন।"

এদিকে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর আগে যাওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ তখন অঞ্চল অশান্ত ছিল। এখন শান্তি ফিরেছে, পুলিশ কাজ করছে। মানুষ শান্তিতে থাকুক, সেটাই চাই। মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়ে সবাইকে বোঝাবেন কীভাবে মিলেমিশে থাকা যায়।" প্রসঙ্গত, গত ১১ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের সুতী ও সামশেরগঞ্জ এলাকায় ওয়াকফ সংশোধনী আইন বিরোধী প্রতিবাদ ঘিরে হিংসা ছড়ায়। ঘটনায় দুইজনের মৃত্যু হয়, বহু মানুষ আহত হন এবং হাজার হাজার মানুষ নিরাপত্তার খোঁজে এলাকা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন।

সুহাস শেঠি হত্যা : চিক্কমাগলুরুতে ভিএইচপি ও বজরং দলের বন্‌ধে আংশিক সাড়া, আটক বহু

চিক্কমাগলুরু, ৫ মে : কর্ণাটকের চিক্কমাগলুরু জেলায় সোমবার সকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের ডাকা বন্‌ধে আংশিক সাড়া মিলেছে। সুহাস শেঠির হত্যার প্রতিবাদে এই বন্‌ধ আহ্বান করা হয়েছিল। সকালে হনুমন্তাপ্পা সার্কেলে প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ বেশ কয়েকজন বনধ সমর্থকদের আটক করেছে।

শহরের মূল বাণিজ্যিক এলাকাগুলিতে এমজি রোড, মার্কেট রোড এবং আইজি রোড সকাল ১০টা পর্যন্ত অধিকাংশ দোকান ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। তবে আবাসিক এলাকার ছোট দোকানপাট খোলা ছিল। জেলার অন্যান্য অংশেও বন্‌ধে অংশগ্রহণের খবর মিলেছে। মুদিগেরে, কোট্টিগেহারা, কোপ্পা, শৃঙ্গেরি, কালসা ও এনআর পুরা এলাকায় বেশ কিছু দোকান বন্ধ দেখা যায়। যদিও, জরুরি পরিষেবা যেমন বাস, অটোরিকশা চলাচল এবং সরকারি অফিস ও কলেজগুলো খোলা ছিল।

অন্যদিকে, কাদুর, আজ্জমপুরা ও তারিকেরে তালুকে বন্‌ধের কোনও প্রভাব পড়েনি। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জোর করে দোকান বন্ধ করানো হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিক্কমাগলুরু ডেপুটি কমিশনার মীনা নাগরাজ সাংবাদিকদের জানান, "কিছু সংগঠন সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্‌ধের ডাক দিলেও, প্রশাসন ও পুলিশ এ বিষয়ে কোনো অনুমতি দেয়নি।"

উল্লেখ্য, ১ মে সন্ধ্যায় মেঙ্গালুরুর বাজপে বাসস্ট্যান্ডের কাছে সুহাস শেঠিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি ২০২২ সালে সুরথকলে ২৩ বছর বয়সী মোহাম্মদ ফাজিল হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন। ফাজিল একজন অস্থায়ী ক্লিনার হিসেবে এইচপিসিএল বুলেট ট্যাঙ্কারে কাজ করতেন। তাকে ২৮ জুলাই, ২০২২ সালে হত্যা করা হয়েছিল, যা বিজেপি যুব মোর্চা কর্মী প্রবীণ নেট্টারুর ২৬ জুলাই হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ঘটানো হয়েছিল। তৎকালীন মেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার এন শশী কুমার জানিয়েছিলেন, সুহাস ও আরও পাঁচজন তিন দিনের মধ্যে পরিকল্পনা করে ফাজিলকে হত্যা করেছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রবীণ নেট্টারুর মৃত্যুর বদলা নেওয়া।

ইউআইডিএআই-এর সাফল্য : নিট পরীক্ষায় মুখমণ্ডল যাচাইয়ের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সফলভাবে সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ০৫ মে: ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) সফলভাবে মুখমণ্ডল যাচাইয়ের প্রুফ অফ কনসেপ্ট (পিওসি) চালিয়েছে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট ইউজি) ২০২৫-এ, যা অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লিতে।

এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগটি জাতীয় ইনফরমেটিকস সেন্টার (এনআইসি) এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত হয়, যা পরীক্ষার নিরাপত্তা এবং প্রার্থীদের যাচাই প্রক্রিয়া আরও উন্নত করতে আধুনিক বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই পিওসি-র মূল লক্ষ্য ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য আধার-ভিত্তিক মুখমণ্ডল যাচাই প্রযুক্তির কার্যকারিতা ও বাস্তবায়নযোগ্যতা মূল্যায়ন করা। নির্বাচিত কিছু নিট কেন্দ্রের মধ্যে দিল্লিতে এই আধার মুখমণ্ডল যাচাই প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়। এটি এনআইসি-এর ডিজিটাল অবকাঠামো এবং এনটিএ-র পরীক্ষামূলক প্রোটোকলের সঙ্গে সুনিপুণভাবে সংহত করা হয়।

এই যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে রিয়েল-টাইমে এবং স্পর্শবিহীনভাবে সম্পন্ন হয় আধারের বায়োমেট্রিক ডাটাবেস ব্যবহার করে, যার ফলে প্রক্রিয়াটি হয় আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং সহজতর। পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে, এই প্রযুক্তির সাহায্যে প্রার্থীদের পরিচয় যাচাই অত্যন্ত নির্ভুল ও কার্যকরভাবে করা সম্ভব। এই উদ্যোগটি বড় মাপের পরীক্ষায় পরিচয় যাচাইয়ের জন্য আধার মুখমণ্ডল যাচাই পদ্ধতির নিরাপদ, স্কেলযোগ্য এবং শিক্ষার্থীবান্ধব সমাধান হিসেবে সম্ভাবনা প্রদর্শন করে। এটি ভবিষ্যতের ব্যবহার ক্ষেত্রেও আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত দেয়, বিশেষ করে প্রতারণামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ রোধে। এই যৌথ প্রচেষ্টা সরকারের ডিজিটাল উদ্ভাবনের মাধ্যমে জনসেবার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি আরও একবার তুলে ধরেছে।

চিন্ময় প্রভুকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, ভার্চুয়াল শুনানি মঙ্গলবার

ঢাকা: বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী ও সম্মিলিত হিন্দু জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ওরফে চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে এবার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তারি দেখানো হল। এর ফলে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার পাশাপাশি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগেও তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সোমবার এই গ্রেপ্তারির অনুমোদন দেন।

সরকারি কেঁসুলি (এপিপি) রায়হানুল ওয়াজেদ চৌধুরী জানান, চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় দায়ের হওয়া আইনজীবী হত্যার মামলায় পুলিশি আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁকে আদালতে সরাসরি হাজির করা হবে না। জেল থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানি চলবে। মঙ্গলবারই সেই শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

চিন্ময় প্রভুর বিরুদ্ধে মোট চারটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেআইনজীবী হত্যাকাণ্ড, পুলিশ ও আইনজীবীদের ওপর হামলা, বিচারকাজে বাধা, ও আদালত এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরির অভিযোগ। এসব মামলার শুনানি হতে পারে ৬ মে। প্রসঙ্গত, গত ৩০ এপ্রিল ঢাকার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চিন্ময় প্রভুর জামিন মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে জামিন স্থগিতের আবেদন করলে অন্য এজলাসে সেই আবেদনে অনুমোদন মিললে তাঁর জামিন স্থগিত হয়ে যায়। ফলে তাঁকে আবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

NIT NO: e-PT-01/EE/RD/MNU/D/2025-26, dt. 02-05-2025
On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) Construction work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-6 up to 2.00 P.M. on 21-05-2025 as per the terms condition mentioned in DNIT. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/420/25
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Binatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gakulnagar, Sepahijala, Tripura invites sealed tenders vide PNIT No. 05/ EE-BSLD / PWD(R&B) / 2025-26, Dated- 1st May, 2025 for hiring of 1 (One) no. vehicle Mahindra & Mahindra Bolero Neo-Diesel for the office mentioned below:-
1/ Hiring of 01 (one) no Mahindra & Mahindra Bolero Neo (Diesel) vehicle of 01.01.2023 (Manufacturing Date) onwards along with driver for official use of the Superintending Engineer, 4th Circle, PWD(R&B) during the year 2025-26.
Estimated Cost:
4,80,900/-
DNIT. No. 02/R/DNIT/EE-BSLD/PWD(R&B)/2025-26
Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 6th May, 2025 to 21st May, 2025 and last date of dropping of tender is 22nd May, 2025 up to 3:00pm.
Last Date of receipt of application: 20th May, 2025
For details please see Tender Notice
ICA/C/414/25
For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. R. Ghosh) Executive Engineer
Bishalgarh Division, PWD (R & B)
Bishalgarh, Sepahijala Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE(PWD)/BLN/2025-26
DATED, 30-04-2025
The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 22-05-2025 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	DNIeT No. 06/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,20,939/-	₹48,419/-	90 (Ninety) days	Appropriate Class
2.	DNIeT No. 07/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,24,516/-	₹48,490/-	90 (Ninety) days	
3.	DNIeT No. 08/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹23,98,893/-	₹47,976/-	90 (Ninety) days	
4.	DNIeT No. 09/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹24,23,304/-	₹48,466/-	90 (Ninety) days	

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 22-05-2025
• Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 22-05-2025
• Cost of Tender document: *.1,000/-
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
• For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.
ICA/C/412/25
(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD (R&B) Belonia, South Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সাহসী শিশু

গ্রামের দুরন্ত ছেলে রঘু। সারাদিন নানা দুষ্টমিতে তার দিন কাটে।মাকে সে নানা ভাবে যন্ত্রনা করে বাবাকে রাগিয়ে তুলে তার নানা দুরন্তপনায়। রঘুর বয়স ৯-১০ বছর হবে।সারাদিন মাঠে,ঘাটে, বনে, নদীর জলে, গাছে গাছে সে ঘুরে বেড়ায়।

মা বাবা বকাবকি করে, অনেক বুঝায় এসব কিছুই রঘু শুনতে চায় না। সারাদিন তার দুষ্টুমি করা চাই।

মা বাবা বকাঝকা করে সারাদিন রঘুকে।আবার রঘুর মিষ্টি মিষ্টি কথায় আর তার দুটো মায়াভরা চোখের জলে সব কিছু তারা ভুলে ও যায়।

একদিন সকালে তার বাবা মাঠে কাজ করতে যাবে সেও বায়না করলো মাঠে যাবে বাবার সাথে।বাবা রঘুকে সাথে নিয়ে কাজ করতে মাঠে গেলো।

দুপুরের গরমে কাজ করতে করতে রঘুর বাবা র খুব জল তেষ্টা পেলো।সে রঘুকে পাশের একটা জায়গায় জলের কল থেকে খাওয়ার জন্য একটু জল এনে দিতে বললো।

রঘু বাবার জন্য জল আনতে গেলো কিন্তু বাবা যেখান থেকে জল নিয়ে যেতে বললো

সেখানে গিয়ে রঘু দেখলো জলের কলটা দিয়ে জল আসছে না। অনেক চেষ্টা করেও সে বাবার তেষ্টা মেটানোর জন্য জল পেলো না।মন টা খারাপ করে সে একা একা জলের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগলো।

অনেক টা পথ গিয়ে সে জল দেখতে পেলো

একটা কুয়োতে।কিন্তু জল অনেকটাই ঘোলাটে।

এবার ছোট্ট রঘু কি করবে ভাবতে শুরু করলো।বাবার জন্য তো জল নিতে হবে।এবার কুয়োর পাশে রাখা ছোট একটা বালতি সে দেখতে পেলো। সেটাদিয়ে জল তো সে তুলতে পারবে কিন্তু জলতো ঘোলাটে। এবার তার মাথায় একাটা বুদ্ধি এলো।

সে তার মাথায় বেঁধে রাখা গামছাটা খুলে নিয়ে কুয়োর বালটির মুখটাকে গামছা দিয়ে বেঁধে দিলো।এবার কুয়ো থেকে যখন জলটা টেনে উপরে নিয়ে এলো তখন দেখলো অনেকটা ময়লা গামছায় লেগে রয়েছে। এবার জলটা অনেকটাই পরিষ্কার মনে হলো তার কাছে আগের থেকেও।এবার সে জলটা একটা পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে সে ভাবলো নোংড়া গামছাটাকে ধুয়ে নিয়ে আসবে কাছাকাছি কোনো পুকুর থেকে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে একটা পুকুর দেখতে পেলো।

পুকুরের জল টলটলে, তার মাঝে গাছের সবুজ ছায়াও সুন্দর ভাবে দেখা যায়।

গামছাটায় ময়লা অনেক।সে পুকুরের জলে ডুবিয়ে গামছাটাকে ভালো করে ধুয়ে নিলো।

পুকুর থেকে আসার পথে সে একটা পাকা গোলাপ জামের গাছ দেখতে পেলো।গাছে সবুজ সবুজ পাতার মাঝে সুস্বাদু পরিপুষ্ট মিষ্টি গোলাপ জাম গুলো উঁকি মেরে আাছে যেনো।

মিষ্টি গোলাপ জাম গুলোকে গাছে ঝুলন্ত

দেখেই সে সব কিছু ভুলে গেলো। বাবার জন্য তার জল নিতে হবে সেটাও তার মাথা থেকে বেরিয়ে গেলো।

সে গামছা টা একটা গাছের ডালে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে গাছটায় উঠে গেলো। এবার গাছের ডালে বসে সে মিষ্টি মিষ্টি গোলাপ জাম গুলো খেতে শুরু করে দিলো।

এভাবে সে মনের আনন্দে খেতে লাগলো।

অন্য দিকে অনেক টা সময় কেটে গেছে দেখে রঘুর বাবা রঘুকে ডাকতে শুরু করলো- রঘু রঘু বলে। জলের তেষ্টায় রঘুর বাবার মাথা আরও গরম হয়ে গেলো।কখন পাঠিয়েছে রঘুকে জল আনতে কিন্তু এখনো সে জলটুকুও নিয়ে আসতে পারল না, কোথায় রঘু?।এইভেবে রঘুর বাবা তাকে ডাকতে শুরু করলো- রঘু রঘু কোথায় গেলি বলে।

এদিকে রঘু গোলাপ জাম খেতে খেতে গাছের ডালটা হটাৎ গেলো ভেঙে। চারিদিকে লোকজন নেই নিস্তব্ধতা,রঘুর গায়ে শিহরণ দিলো। সে খুব ভয় পেয়ে গেলো আর গাছের ডালটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখে বাবা বাবা বলে চিৎকার শুরু করে দিলো।

রঘুর বাবা রঘুকে ডেকে ডেকে কুয়োর কাছাকাছি এসে দেখলো জলে ভরা একটা ছোট বালতি বড় একটা পাতা দিয়ে সুন্দর ভাবে ঢেকে রাখা। পাশে পায়ের ছোট ছাপ গুলো দেখে রঘুর বাবা মনে মনে ভাবলো রঘুই জলটা সযত্নে তুলে রেখেছে হয়তো।

কিন্তু রঘু কোথায়? এবার রঘুর বাবার ভীষণ ভয় করতে লাগলো।সে কুয়োটায় উঁকি মেরে বারবার দেখতে থাকলো জলে কিছুই দেখতে পেলো না।

সে চারিদিকে তাকিয়ে কুয়োর পাশের সরু একটা পথ বেঁকে গেছে ঐখানে আবার পায়ের ছাপ দেখতে পেলো।রঘুর বাবা সেই পথেই রঘুকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলো।

কিছুটা যেতেই রঘুর বাবার কানে রঘুর আর্তনাদ ভেসে এলো।ছুটতে ছুটতে রঘুর বাবার চোখে পড়লো রঘু একটা গাছের ডালে ঝুলে আছে আর ভয়ে কাঁপছে।

বাবার প্রথম রঘুকে এই অবস্থায় দেখে খুব খারাপ লাগলো কিন্তু এখানে সে কোনো এভাবে চলেএলো আর বিপদে জড়ালো এটাভেবে সে রেগে উঠলো।

ছেলের করুণ মুখটা আর মায়াভরা চোখের জল দেখে বাবার মনটা গলে গেলো।

সে গাছের নিচে একটা গাছের মোটা ডাল এনে উঁচু করে দাঁড়িয়ে রঘুকে দুহাতে অঁকড়ে ধরে কোনভাবে নিচে নামিয়ে আনলো।ছোট্ট রঘু বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো।

ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে কুয়োর কাছাকাছি এলো। বাবা ছেলে দুজনেই বালতিতে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা জলটা খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে, বিশ্রাম নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলো।

বাবা রঘুকে হাঁটতে হাঁটতে বুঝালেন - রঘু আজ যা করলি তুই আর কোনদিন এসব করিসনে বাবা।আজ কত বড় বিপদ হতে পারতো আমি যদি তোকে খুঁজতে না আসতাম।

কুয়োথেকে জল তুলতে গিয়ে কুয়োর জলে যদি পরে যেতি তখন কতো বড় বিপদ হতো।

আর গাছের ডাল টা ভেঙে তুই নিচে পড়ে গেলে তোর খুব আঘাত লাগতো শরীরে। হাত পা যদি ভেঙে যেতো খুব কষ্ট পেতিরে বাবা।রঘুর বাবা রঘুকে আদর করে বুঝিয়ে বললো -শিশুরাতো খেলা করবে দুষ্টুমিও করবেই। কিন্তু গুরুজনদের না বলে কোথাও যাওয়া ঠিক না, বিপদ হতে পারে এমন কিছু করাও একদম ঠিক না।

সবসময় মা বাবার বড়দের কথা শুনে চলতে হয়রে বাবা, কথা বলতে বলতে দুজনে পরন্ত বিকেল বাড়ি ফিরে গেলো।

চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ছবি ক্যামেরাবন্দি নাসার বাজিমাত করল দক্ষিণ কোরিয়ার অরবিটার

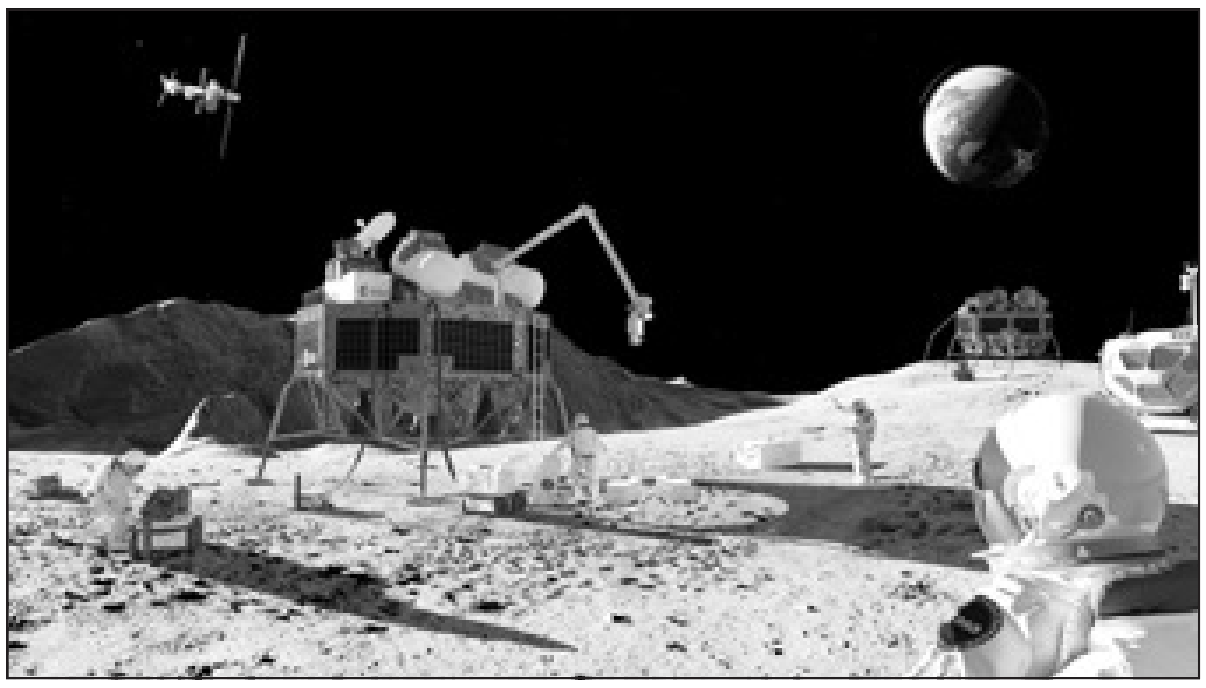

এতদিন চাঁদের দক্ষিণ মেরু ছিল অধরা মাধুরী। সেই অধরা মাধুরীকে ক্যামেরাবন্দি করে চমকে দিল নাসা। এই অজানা-অচেনা দক্ষিণ মেরুর কোথায় কী রয়েছে তা এবার বোঝা সহজ হবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। এই ছবি পাওয়ার পর নাসার বিজ্ঞানীরা চাঁদকে আরও ভালো করে জানতে উঠে পড়ে লেগেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার অরবিটার "দানুরি"তে নাসার একটি ক্যামেরা চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ছবি ফেরত পাঠিয়েছে। মালিন স্পেস সায়েন্স সিস্টেমস এবং অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি দ্বারা তৈরি শ্যাডো ক্যাম এই অসাধ্য সাধন করেছে। কোরিয়া পথফাইন্ডার লুনার অরবিটারে থাকা আরও পাঁচটি কোরিয়ান যন্ত্রের সঙ্গে উড়ছে ওই শ্যাডোক্যাম। শেষ হল বুদ্ধ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ, জেনে নিন সমস্ত খুঁটিনাটি ২০২২ সালের অগাস্টে চালু হয়েছিল দানুরি। পৃথিবী থেকে ১৪৫ দিন ভ্রমণের পর ২৭ ডিসেম্বর চন্দ্র কক্ষপথে প্রবেশ করেছিল তা। তারপর ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখে কাজ শুরু করে। এই শ্যাডোক্যাম তুলনামূলকভাবে চন্দ্র ক্যামেরার থেকে বেশি আলোক সংবেদনশীল। বাংলায় উন্নয়ন ধারা বজায় রাখার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর ফলে এটি স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত অঞ্চলগুলির উচ্চ-রেজোলিউশনযুক্ত ছবি তুলতে সক্ষম হয়। যেখানে সরাসরি সূর্যালোক পৌঁছয় না সেখানকার ছবিও কক্ষপথ থেকে তুলতে সক্ষম শ্যাডোক্যাম নিয়মিতভাবে চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ছবি তুলছে। চন্দ্র কক্ষপথ থেকে শ্যাডোক্যামের প্রথম চিত্রগুলি তাই অবাক করা। উত্তর প্রদেশে স্মার্ট এবং নিরাপদ শহরই চায় সরকার, বার্তা যোগী আদিত্যনাথের ওই ছবিগুলির মধ্যে একটি হল শ্যাকলটন ক্র্যাটারের স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত প্রাচীর ও তার মেঝে, যা দক্ষিণ মেরুর কাছে পাওয়া যায়। এই ছবির বিশদ স্তরটি সম্ভব হয়েছে শ্যাডোক্যামের অত্যন্ত কম-আলোতে কাজ করার ক্ষমতার জন্য। এটি লুনার রিকনেসেন্স অরবিটার ন্যারো অ্যাঙ্গেল ক্যামেরার চেয়ে ২০০ গুণ বেশি সংবেদনশীল। অন্য একটি ছবিতে শ্যাডোক্যাম খুঁটির কাছাকাছি ছায়াযুক্ত এলাকাগুলি দেখিয়েছে। ছবিটি অবশ্য যন্ত্রের সংবেদনশীলতা পরীক্ষার অংশ হিসেবে চাঁদের নিরক্ষীয় অঞ্চলে মাটির আলোর নীচে তোলা হয়েছিল। এটি ব্রুস ক্রেটার এবং উজ্জ্বল স্ট্রিমারের অভ্যন্তর প্রকাশ করে, যা গর্তের দেওয়ালের নীচে মাটি থেকে তৈরি হয়। যদিও চন্দ্রের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক এবং স্থায়ীভাবে ছায়াযুক্ত অঞ্চলে পাওয়া আলোর তুলনায় আর্থশাইন প্রায় ১০ গুণ ম্লান। তবে শ্যাডোক্যাম এখন আর্থশাইন ব্যবহার করে পৃষ্ঠের চিত্র তুলতে সক্ষম হয়েছিল, যা দক্ষিণ মেরুর ম্লান এলাকায় দেখার যন্ত্রটির ক্ষমতা নির্দেশ করে। রাহুলের অস্ত্রোপচার, আইপিএলের পর ওভালের ফাইনালেও নেই! টেস্ট দলে তিনটি নাম নিয়ে চর্চা শ্যাডোক্যাম দক্ষিণ মেরু থেকে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে মারভিন ক্র্যাটারের রিমের একটি চিত্রও ধারণ করেছে।

ছবিটি মার্ভিন ক্রেটারকে ঘিরে একটি বিস্তৃত এলাকাকে দেখায়। শ্যাডোক্যাম কম-আলোতে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। তাই সূর্যালোকের অঞ্চলগুলি স্যাচুরেটেড। শ্যাডোক্যামের এই ছবিগুলি চাঁদের আর্টেমিস মিশনের জন্য বিজ্ঞান এবং অনুসন্ধান পরিকল্পনাকেও সহায়তা করবে। হয়তো এটি আর্টেমিস মিশনে মহাকাশচারীদের চাঁদের পৃষ্ঠে হাঁটতে সক্ষম হবে না। কিন্তু চাঁদের পৃষ্ঠে নামতে এই চিত্রগুলি সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন বিনীরা।

নাসার পর চাঁদে মানব অভিযানে নামছে চিন, ২০৩০ সালের মধ্যেই হবে লক্ষ্যপূরণ?

নাসা ইতিমধ্যে চাঁদে মানব অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আর্টেমিস মিশন টু-তে নাসা চাঁদের কক্ষপথে নভশ্চর পাঠাচ্ছে। তারপরই ২০২৫-এর মধ্যে নাসা চাঁদে নামাবে মহাকাশচারীদের। আর নাসাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চাঁদে মানব অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলল চিন। চিন পরিকল্পনা করেছে, ২০৩০ সালের আগে চাঁদে নভশ্চরদের নামাবে। চিন এই লক্ষ্যে চ্যাং-ই ৬ ও চ্যাং-ই ৭ মিশনের কাজ শুরু করেছে, তা চাঁদে মানুষের অবতরণের পথ প্রশস্ত করবে। চিন তার নবনির্মিত মহাকাশ স্টেশনে গবেষণা শুরু করার পরে একের পর এক মহাকাশ অভিযান করে চলেছে। শেষ হল বুদ্ধ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ, জেনে নিন সমস্ত খুঁটিনাটি চিন সম্প্রতি একটি একক মিশনে মঙ্গল গ্রহে একটি অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার পাঠিয়েছে। এরপর চিন চাঁদে নজর দিয়েছে। বেজিং ২০৩০ সালের মধ্যে চিনা মহাকাশচারীদের চাঁদে অবতরণের পরিকল্পনা করেছে এবং এই বিষয়ে কাজ চলছে। এছাড়াও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রকেট উন্নয়নে কাজ করছে, যা টাইকোনট বা চীনা মহাকাশচারীদের চাঁদে নিয়ে যেতে পারে। ৫০ নয়, মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙন রোধে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ মমতার চিন লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে ২০৩০ সালকে। তারা নিশ্চিতভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে পা রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে করছে। চিনের চন্দ্র অনুসন্ধানের প্রধান ডিজাইনার উ ওয়েরেন এ ব্যাপারে জানিয়েছেন, তাঁরা প্রথম পরীক্ষামূলক ফ্লাইট ২০২৭ সালে পাঠাবে চাঁদের কক্ষপথে। এর পরের কয়েক বছরের মধ্যে তারা মানুষ নিয়ে যাবে চাঁদে। চিন মনে করছে, চ্যাং-ই ৬ ও চ্যাং-ই ৭ মিশন চাঁদে মানুষ অবতরণের পথ প্রশস্ত করবে। ২০২৪ সালে চাঁদের দূরবর্তী দিক থেকে তারা চাঁদের মাটির নমুনা পুনরুদ্ধার করবে, পরবর্তী ধাপে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অন্বেষণ শুরু করবে তারা। সেখানে চিনের মহাকাশচারীরা জল খুঁজে পাবেন বলে আশা করছেন। মণিপুর হিংসা: অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি থেকে ১৩ হাজার সাধারণ নাগরিককে উদ্ধার সেনাবাহিনীর চ্যাং-ই ৮ মিশন ২০২৮ সালে চালু হবে বলে চিন মনে করচে। তা চ্যাং-ই ৭-এর সঙ্গে মিলে একটি চন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করবে। চাইনিজ ন্যাশনাল স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ২০২৪ সালে কোয়েকিও-২ কমিউনিকেশন রিলে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করছে। সেখানে একটি রিলে স্যাটেলাইট রয়েছে। এই স্যাটেলাইটের প্রধান কাজ হল পৃথিবীর সঙ্গে উৎক্ষেপণ হওয়া মহাকাশযানের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান করা। চিন চাঁদের চারপাশে একটি উপগ্রহ-মণ্ডল তৈরির কাজ করছে। এটা এমন একটি সিস্টেম যা ভবিষ্যতের গভীর মহাকাশ অনুসন্ধান পরিচালনা করতে যোগাযোগ, নেভিগেশন এবং দূরবর্তী অনুধাবন পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ চাঁদে আর্টেমিস মিশন চালু করেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার সঙ্গে মিলে চিন একটি চন্দ্র গবেষণা ঘাঁটি তৈরির কাজ করছে। মোট কথা, নাসাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা কাজ করে চলেছে। মহাকাশ অভিযানে নাসার কৃতিত্বে তারা ভাগ বসাতে তৈরি।

স্মার্টফোন গরম হলে করণীয়

অল্প ব্যবহারেই ফোন গরম হয়ে যাওয়ার সমস্যায় কম বেশি সবাই ভোগেন। ফোন চার্জে দিলেও অনেক সময় এ সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা থেকে খুব সহজেই মুক্তি মিলবে কয়েকটি টিপস মেনে চললেই।

চলুন জেনে নেই টিপসগুলো-

* পার্ক করা গাড়ির ভেতরে ফোন কখনও রাখবেন না। রোদে বাইরে পার্ক করা গাড়ির ভেতরে ফোন রাখা একেবারেই উচিত না। বিশেষ করে আইফোন ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় রাখলে তাদের ব্যাটারির ক্ষতি হতে পারে।

* গাড়ি চালানোর সময় ফোন ড্যাশবোর্ডে রাখবেন না। তাতে ফোন খুব সহজেই গরম হয়ে যাবে। কারণ, গ্লাস-উইন্ডশিল্ডে সূর্যের আলো খুব বেশি পড়ে। তাই সেখানে ফোনটিকে না রাখাই ভালো। অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে স্মার্টফোন খুব দ্রুত গরম হয়ে যায়।

* স্মার্টফোনে ব্যাক-কাভার ব্যবহার করা ভালো অভ্যাস। এতে হাত থেকে পড়ে গেলেও ফোনের কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু যখনই দেখবেন ফোনটি গরম হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক-কাভারটি খুলে ফেলুন। পারলে গরমে ব্যাক-কাভার ছাড়াই স্মার্টফোন ব্যবহার করুন।

* বেশি গেম খেলা থেকে বিরত থাকুন। ফোনের ওপর বেশি লোড পড়ে এমন গেম খেলা থেকে বিরত থাকুন।

ভারী গেম স্মার্টফোনের ব্যাটারিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। এতে স্মার্টফোন গরম হয়ে যায়।

* ফোন চার্জে বসিয়ে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। অনেকেই ফোন চার্জে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোল করেন কিংবা গেম খেলেন। এই অভ্যাস বদলে ফেলুন।

ক্ষতিকর এই ৭ অ্যাপ সরিয়ে দিল গুগল প্লে-স্টোর

হ্যাকারদের উপদ্রবে নিজের সাধের স্মার্টফোনটি সুরক্ষিত রাখা এখন বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে অ্যান্ড্রয়েড ইউজাররা যাতে ক্ষতিকর অ্যাপ থেকে দূরে থাকতে পারেন, তার জন্য সদা সচেষ্ট গুগল। আর তাই এবার ক্ষতিকর সাতটি অ্যাপকে সরিয়ে ফেলা হল গুগল প্লে-স্টোর থেকে। সঙ্গে ইউজারদের সতর্ক করা হল, তারা যেন ভুল করেও এসব অ্যাপ ডাউনলোড না করেন। খবর সংবাদ প্রতিদিনের। আসলে একাধিক অ্যাপের মাধ্যমে ত্রোজন জোকার ম্যালওয়্যার অজান্তেই আপনার স্মার্টফোনে প্রবেশ করছে বলে জানিয়েছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। কখন পাসওয়ার্ড হাতিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট সাফ করে দেবে, আপনি ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না। আর যখন জানতে পারবেন, অনেক দেরি হয়ে যাবে। সেই কারণেই অ্যান্ড্রয়েড ইউজারদের বিপদ থেকে রক্ষা করতে সাতটি অ্যাপ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্লে স্টোর থেকে। চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন অ্যাপগুলি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ১. নাও কোড স্ক্যান ২. ইমোজি ওয়ান কিবোর্ড ৩. ব্যাটারি চার্জিং অ্যানিমেশনস ব্যাটারি ওয়ালপেপার ৪. সুপার হিরো-এফেক্ট ৫. ড্যাজলিং কিবোর্ড ৬. ভলিউম বুস্টার লাউডার সাউন্ড ইকুয়ালাইজার ৭. ক্লাসিক ইমোজি কিবোর্ড এই অ্যাপগুলি আপনার স্মার্টফোনে থাকলে এখনই ডিলিট করে ফেলুন। পাশাপাশি এও জেনে রাখুন কীভাবে ত্রোজন জোকার ম্যালওয়্যারের হাত থেকে বাঁচবে আপনার ফোন। অজানা কোনও সোর্স থেকে কোনও অ্যাপ ডাউনলোড না করাই ভাল। সেই সঙ্গে যে অ্যাপগুলি কম সংখ্যায় ডাউনলোড হয়েছে, সেগুলিও এড়িয়ে চলুন। অ্যাপ ডাউনলোড করার সময় বিস্তারিত তথে অনেক সময় অনেক বানান এবং ইংরাজি লেখায় ভুল থাকে। সেগুলি ডাউনলোড না করাই ভাল।

সোমবার আগরতলা সিপিএম কার্যালয়ে কার্লমার্সের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কর্মকর্তারা।

নগদ উদ্ধার : বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে তদন্তের রিপোর্ট প্রধান বিচারপতির কাছে জমা দিল কমিটি

নয়াদিল্লি, ৫ মে : বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বিরুদ্ধে 'নগদ উদ্ধার' মামলায় গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না-র কাছে তাঁদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। গত ৪ মে এই রিপোর্ট জমা পড়েছে, যা ৩ মে তারিখে প্রস্তুত করা হয়েছিল। তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জি.এস. সন্দাওয়ালিয়া এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি অনু শিবরামন।গত ১৪ মার্চ দিল্লিতে নিজের সরকারি বাসভবনের সংলগ্ন স্টোররুমে আগুন লাগার পরে দমকল বাহিনী সেখানে বিপুল পরিমাণ পুড়ে যাওয়া নগদ অর্থ উদ্ধার করেছিল এবং ওই ঘটনায় বিচারপতি যশবন্ত বর্মা এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনার পরপরই তদন্তকারী সংস্থা ঘটনাস্থল থেকে পোড়া নোট সংগ্রহ করে, ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য ভিডিও পাঠায় এবং বিচারপতি বর্মা ও তাঁর কর্মীদের মোবাইল ফোন ও কল রেকর্ড সংরক্ষণে নির্দেশ দেয়।

যদিও তিনি নিজের বিরুদ্ধে আনিত সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবুও মার্চের শেষ সপ্তাহে বিচারপতির বাড়িতে নগদ উদ্ধার সংক্রান্ত ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এরই মাঝে গত এপ্রিলে তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে কোনও বিচারিক দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

তাঁর বদলি সংক্রান্ত একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ২২২(১) ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে স্থানান্তর করেছেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ২০ ও ২৪ মার্চের বৈঠকে বিচারপতি বর্মার এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রত্যাবর্তনের সুপারিশ করে। যদিও এলাহাবাদ ও লখনউয়ের বার অ্যাসোসিয়েশন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল।

গত সপ্তাহে শীর্ষ আদালত তার বিরুদ্ধে এফআইআর চেয়ে দায়ের করা এক জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে মন্তব্য করে, এই আবেদন সময়ের আগেই করা হয়েছে এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুপ্রিম কোর্ট এক বিবৃতিতে আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বিচারপতি বর্মার এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তদন্ত প্রক্রিয়া থেকে আলাদা।

পুঞ্চে জঙ্গি আস্তানা গুঁড়িয়ে আইইডি উদ্ধার, উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বড় সাফল্য নিরাপত্তাবাহিনীর

শ্রীনগর, ৫ মে : পাহেলগামে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার মধ্যে সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সুরানকোট এলাকায় একটি সন্দেহজনক জঙ্গি আস্তানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনার রোমিও ফোর্স ও জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), রেডিও সেট, দূরবীন এবং কম্বল। ২২ এপ্রিল পাহেলগামে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ হামলার পর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। ঐ ঘটনায় ২৬ জন, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন পর্যটক, প্রাণ হারান। হামলার পরপরই আততায়ীরা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় সেনা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

জম্মু ও কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ভি.কে. বার্ডি একটি যৌথ নিরাপত্তা পর্যালোচনা বৈঠকের একদিন পরেই এই বড় সাফল্যটি এসেছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

পাহেলগাম হামলার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করা, ভিসা পরিষেবা বন্ধ, পাকিস্তানি জাহাজকে ভারতীয় বন্দরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, এবং ভারতের আকাশপথ পাকিস্তানি বিমান ও বিমান সংস্থার জন্য বন্ধ করা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, যারা এই বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে এবং যারা এর পরিকল্পনা করেছে, তাদের খুঁজে বার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। ভারতের এই কূটনৈতিক কড়া অবস্থানে নড়েচড়ে বসেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা পাহেলগাম হামলার একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তদন্তে প্রস্তুত।

এদিকে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার জানিয়েছেন, ভারতের উপর হামলা চালানোর সাহস যারা দেখিয়েছে, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া তাঁর দায়িত্ব। তিনি বলেন, "আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আপনারা যা চাইছেন, তা নিশ্চিতভাবেই বাস্তবে রূপ পাবে।" পাকিস্তান গত ১১ রাত ধরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখা (জ্রদ্রঙ্খ) বরাবর বারবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে চলেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

চীনের গুইঝৌ প্রদেশে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় পর্যটক নৌকাডুবি, ৯ জনের মৃত্যু, ১ জন নিখোঁজ

বেইজিং, ৫ মে: চীনের গুইঝৌ প্রদেশে কাল হঠাৎ করে বয়ে যাওয়া প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার কারণে চারটি পর্যটকবাহী নৌকা উল্টে যায়, যার ফলে ৮৪ জন যাত্রী পানিতে পড়ে যান। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই দুর্ঘটনায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এক জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালিয়ে ৭৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে এখনও তল্লাশি চলেছে। স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে।

ঘটনার পর, চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং দেশজুড়ে এমন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রধান জনসমাগম স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা অব্যাহত রাখার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা চীনের পর্যটন নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে খনন শিল্পে রেকর্ড উৎপাদন, লৌহ ও অ-লোহা ধাতুতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ৫ মে: ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের খনন শিল্পে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশব্যাপী কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও অ-লোহা ধাতুর উৎপাদন পূর্ববর্তী রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। লৌহ আকর উৎপাদন, যা মোট এমসিডিআর (খনিজ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিধিমালা)-এর আওতাভুক্ত খনিজ উৎপাদনের ৭০ু মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে, তা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ২৭৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন উৎপাদনের রেকর্ড ভেঙে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪.৩ু বৃদ্ধি পেয়ে ২৮৯ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

ম্যানগানিজ আকর উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে। ২০২৩-২৪ সালে যেখানে উৎপাদন ছিল ৩.৪ এমএমটি, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা ১১.৮ু বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮ এমএমটি হয়েছে। বক্সাইট উৎপাদন ২০২৩-২৪ সালের ২৪ এমএমটি থেকে ২.৯ু বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৭ এমএমটি হয়েছে।

এই সময়ে, সীসা কনসেনট্রেট উৎপাদন ৩৮১ হাজার টন থেকে ৩৯৩ হাজার টনে পৌঁছেছে, যা ৩.১ু বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

অ-লোহা ধাতু খাতে, প্রাথমিক অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনেও নতুন রেকর্ড গড়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের ৪১.৬ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ৪২ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, পরিশোধিত তামা উৎপাদনে ১২.৬ু প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ৫.০৯ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৫.৭৩ লক্ষ টন হয়েছে।

ভারত বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক, পরিশোধিত তামা উৎপাদনে শীর্ষ দশে এবং লৌহ আকর উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে রয়েছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, লৌহ আকরের উৎপাদনে ধারাবাহিক বৃদ্ধির পেছনে ইস্পাত শিল্পের জোরালো চাহিদা অন্যতম চালিকাশক্তি। পাশাপাশি অ্যালুমিনিয়াম ও তামা উৎপাদনের বৃদ্ধি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে জ্বালানি, পরিকাঠামো, নির্মাণ, গাড়ি শিল্প এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণ—এই গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আরও জোরদার হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা, সীমানা নির্ধারণ এবং সৎভাবে যোগাযোগ রক্ষা, পরামর্শ ওয়েভস প্যানেলের

নয়াদিল্লি, ৫ মে : মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে আজ ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) ২০২৫-এর চতুর্থ দিনে ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞাপনের সর্বোত্তম অনুশীলনের উপর একটি বিশেষ ব্রেকআউট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্যানেলে ছিলেন এএসসিআইআই-এর পরিচালক সহেলি সিনহা, চলচ্চিত্র অভিনেতা ও মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার শিবানী আখতার, বিনোদন সাংবাদিক মায়াঙ্ক শেখর এবং পকেট এস-এর প্রধান বাণিজ্য কর্মকর্তা বিনয় পিল্লাই। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন খৈতান অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদার তনু ব্যানার্জী।

এই অধিবেশনে ডিজিটাল অর্থনীতিতে ইনফ্লুয়েন্সারদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং প্রভাবশালী বিজ্ঞাপনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় নৈতিক, সৃজনশীল এবং আইনি কাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে, সততা, স্বচ্ছতা এবং বিষয়বস্তুর দায়িত্ব গ্রহণই হল সুস্থায়ী ও প্রভাবশালী বিপণনের মূল স্তম্ভ।

শিবানী আখতার ব্র্যান্ড কনটেন্ট তৈরির সময় নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতি সৎ থাকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে কার্যকর প্রভাবশালী বিপণনের জন্য নির্মাতাদের বিষয়বস্তু এবং ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকা এবং প্রচারে ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্য যাতে প্রতিফলিত হয় তা সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ইনফ্লুয়েন্সারদের আহ্বান জানান যাতে তাঁরা নিজেদের ব্র্যান্ডকে অর্গ্যানিকভাবে তৈরি করেন এবং সমস্ত অংশীদারিত্বের ভিত্তি হিসাবে সততা বজায় রাখেন।

নির্মাতাদের প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ নির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ এবং ওয়ান-সাইট-ফিট-অল বা সবার উপযোগী আকার নির্ধারণের পদ্ধতির এড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বিনয় পিল্লাই বলেন, প্রতিটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম একটি ভিন্ন ধরণের দর্শকদের সম্পৃক্ত করে এবং তাঁদের জন্য উপযুক্ত গল্প বলার কৌশল নিতে হয়। তিনি সচেতনভাবে একটি ব্র্যান্ড তৈরি করা, বিশ্বাসযোগ্য থাকা এবং নির্দিষ্ট দর্শকদের সঙ্গে অনুরণিত ডেটা-অনুসন্ধানমূলক বিষয়বস্তু বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

মায়াঙ্ক শেখর তাঁর বক্তব্যে ডিজিটাল প্রভাবের বিবর্তন এবং সেলিব্রিটি ও নির্মাতা সংস্কৃতির মধ্যে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে ওঠা রেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান যুগে ডিজিটাল প্রভাব শুধুই চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা এখন বেশি করে প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক এবং বিশেষায়িত প্রভাব ফেলতে পারে। তিনি নির্মাতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার পাশাপাশি ভুল তথ্য সম্প্রচার ও অন্যদের কাজের নকল করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি স্পন্সর করা কনটেন্টের সততা এবং তথ্য যাচাইয়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

সহেলী সিনহা বলেন, প্রভাবশালীদের অংশাদারিত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ হতে হবে, আর কোনও পোস্ট প্রকৃত অর্থপ্রদানকারী, নাকি প্রচারমূলক সেটাও প্রকাশ করতে হবে। তিনি প্রভাবশালীদের এমন সামগ্রী তৈরি করার পরামর্শ দেন যা নীতিসম্মত, তথ্য সমৃদ্ধ এবং দর্শকদের মনে আস্থার প্রতিফলন ঘটায়। তিনি আরও জানান, এএসসিআইআই উদীয়মান নির্মাতাদের আইনি বাধ্যবাধকতা, বিজ্ঞাপনের মান এবং বিষয়বস্তুর দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।

বক্তারা সম্মিলিতভাবে সুপারিশ করেন যে বিষয়বস্তু নির্মাতাদের নিজস্ব সীমানা নির্ধারণ করতে হবে, তাঁদের অনুসারীদের সঙ্গে সৎভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং বিজ্ঞাপন নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। তাঁরা বলেন যে, দর্শকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক গড়ে তোলাটা অনেক বেশি নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যের প্রতি দর্শকদের বিশ্বাস এবং স্পষ্টতার উপর।

প্রভাবশালী বিজ্ঞাপনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়ে ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের বাস্তুতন্ত্রে স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত শিল্প প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়ে অধিবেশনটি শেষ হয়।

খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস ২০২৫: দ্বিতীয় দিনে কাবাডি, গতকা ও সেপাক তাকরায় জমজমাট প্রতিযোগিতা

পাটনা, ৫ মে: বিহারে অনুষ্ঠিত খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস-এর দ্বিতীয় দিনে অ্যাথলিটরা কাবাডি, ভারতের ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট গতকা, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনপ্রিয় খেলা সেপাক তাকরায় অংশগ্রহণ করছেন। রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দর্শকরা উপভোগ করছেন একের পর এক উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা।

পুরুষদের কাবাডি বিভাগে, আন্ধ্র প্রদেশ এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ছত্তিশগড় দলকে পরাজিত করে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিয়েছে। খেলার প্রতিটি মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত আন্ধ্র প্রদেশ দল দৃঢ়তা দেখিয়ে জয় নিশ্চিত করে।

মহিলাদের কাবাডি বিভাগে, রাজস্থান দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে ছত্তিশগড়কে ৪৩-৩৩ ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছে। রাজস্থানের খেলোয়াড়দের রক্ষণ ও আক্রমণ দুই ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেছে।

এদিকে, গতকা ও সেপাক তাকরা বিভাগেও প্রতিযোগীরা নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন। গেমসের এই সংস্করণে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ও আঞ্চলিক খেলাগুলির অংশগ্রহণ নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

আইপিএল ২০২৫: আজ হায়দ্রাবাদে দিল্লি ক্যাপিটালসের মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ

হায়দ্রাবাদ, ৫ মে: আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হায়দ্রাবাদের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস-এর গুরুত্বপূর্ণ আইপিএল ম্যাচ। হায়দ্রাবাদ দলের নেতৃত্বে রয়েছেন প্যাট কামিন্স, যাদের অবস্থান বর্তমানে অষ্টম স্থানে, অন্যদিকে দিল্লির অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল দলকে নিয়ে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছেন।

গত রাতের ম্যাচে, ধর্মশালায় পাঞ্জাব কিংস দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ৩৭ রানে পরাজিত করেছে। পাঞ্জাব কিংস প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩৬ রান তোলে। জবাবে, লখনউ ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান করেই থেমে যায়। এই জয়ের ফলে পাঞ্জাব কিংস দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে, এবং লখনউ এখন সপ্তম স্থানে রয়েছে।

এর আগে প্রথম ম্যাচে, ইডেন গার্ডেন্সে এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স মাত্র ১ রানে রাজস্থান রয়্যালসকে পরাজিত করে। এই জয়ের মাধ্যমে কলকাতা দল ছয় নম্বর স্থানে পৌঁছেছে, আর রাজস্থান রয়্যালস রয়েছে অষ্টম স্থানে। আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় প্রতিটি ম্যাচের ফলাফল বড় রদবদলের কারণ হয়ে উঠছে। আজকের হায়দ্রাবাদ বনাম দিল্লি ম্যাচেও দারুণ উত্তেজনার আশা করা হচ্ছে।৫

তামিলনাড়ু জুড়ে মাদক চোরাচালান রোধে গঠিত হচ্ছে বিশেষ ফ্লাইং স্কোয়াড

চেন্নাই, ৫ মে : চেন্নাই ও মাদুরাইয়ের পর এবার গোটা তামিলনাড়ু জুড়ে মাদক চোরাচালান ও নকল ওষুধ বিক্রি রুখতে প্রতিটি জেলায় বিশেষ ফ্লাইং স্কোয়াড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের অধীনে এই স্কোয়াড গঠনের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন দফতরের কর্মকর্তারা।

গত মাসে বিধানসভায় ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবের বিতর্কের সময় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মা সুব্রমানিয়ান এই বিশেষ ফ্লাইং স্কোয়াড গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি জানান, ঘুমের ওষুধের মতো নেশাজাতীয় ওষুধের অবৈধ সরবরাহ ও পাচার রোধ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তার ঘোষণার পরেই খাদ্য নিরাপত্তা ও ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে।

দফতরের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা জানান, এই স্কোয়াডগুলির মূল উদ্দেশ্য হল মাদক সেবন এবং নকল, ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির মতো বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।

তিনি বলেন, "এই স্কোয়াডগুলিতে থাকবেন ড্রাগ ইন্সপেক্টররা। তাঁরা পুলিশ, ফুড সেফটি দফতর সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ করবেন। সরকার ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগকে অনুমোদন দিয়েছে যাতে ফার্মাসিউটিক্যাল সরবরাহ শৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রিত ওষুধগুলির উপর নজরদারি বাড়ানো যায়।"

এই স্কোয়াডগুলি গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুরিয়ার ও অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে বেআইনি ওষুধ সরবরাহের বিরুদ্ধে নিয়মিত ও আকস্মিক অভিযান চালাবে। এতে জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি ওষুধ শিল্পের স্বচ্ছতাও বজায় থাকবে বলে জানান তিনি। চেন্নাই ও মাদুরাইতে এই স্কোয়াড ইতিমধ্যেই সীমিত জনবল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এবার গোটা রাজ্যে এটি সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রতিটি জোনে দুটি করে জেলা রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী দল গঠন করা হবে।

তবে দফতরের এক কর্মকর্তা স্বীকার করেন, "আমাদের বর্তমানে অপ্রতুল জনবল নিয়ে অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে। এই প্রকল্প চালু হলে চাপ আরও বাড়বে। আমরা এই প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে জনবল সংক্রান্ত ঘাটতির তালিকা সদর দফতরে পাঠিয়েছি। আশা করছি, খুব শীঘ্রই অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করা হবে।"

মুঘল বংশধর দাবি করে সরকারকে "অবৈধ দখলদার" মামলা : লালকেল্লা দখলের দাবিতে সুলতানা বেগমের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৫ মে : লালকেল্লা দখলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা সুলতানা বেগমের আবেদন সোমবার খারিজ করে দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আবেদনকারী নিজেকে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর দ্বিতীয়ের প্রপৌত্রবধূ বলে দাবি করেছিলেন এবং জানান যে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৫৭ সালে জোরপূর্বক লালকেল্লা ছিনিয়ে নিয়েছিল, যা এখন ভারতের সরকার "অবৈধভাবে" দখল করে রেখেছে।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ এই মামলা খারিজ করে দিল দিল্লি হাই কোর্টের আগের রায় বহাল রেখে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে দিল্লি হাই কোর্টের একক বেঞ্চ আবেদনটি "অত্যধিক দেরিতে" দায়ের হওয়ার যুক্তিতে খারিজ করেছিল। এরপর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও সেই রায়কে সমর্থন জানায়।

আদালতে সুলতানা বেগম দাবি করেন, শারীরিক অসুস্থতা ও কন্যার মৃত্যুর কারণে তিনি আগে আদালতে আসতে পারেননি। কিন্তু আদালত এই ব্যাখ্যাকে "অপর্যাপ্ত" বলে মনে করেছে। আবেদন খারিজ করার সময় প্রধান বিচারপতি খান্না রসিকতায় বলেন, "শুধু লালকেল্লাই কেন? ফতেপুর সিক্রি-ও তো বাদ পড়েছে!" তিনি আরও বলেন, "মূল রিট পিটিশনটি ভিত্তিহীন ও ভুল যুক্তির উপর দাঁড়ানো ছিল। একে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য বলা যায় না।"

আবেদনকারী সুলতানা বেগমের দাবি ছিল, বাহাদুর শাহ জাফর দ্বিতীয়ের উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি লালকেল্লার আইনগত মালিক এবং সরকার সেখানে বেআইনিভাবে বসবাস করছে। তিনি ১৮৫৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানিয়েছিলেন। আদালতের এই রায়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের ঐতিহাসিক সম্পত্তির দাবিকে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বলে বিবেচনা করা হবে।

রাজস্থানে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা, ১১ জেলায় ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব; পালিতে অস্থায়ী জলপ্রপাত, ঝোড়ো হাওয়ায় ট্রেন কনটেইনার উলটে পড়ল

জয়পুর, ৫ মে: রাজস্থানের একাধিক অঞ্চলে রবিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। হঠাৎ এই আবহাওয়ার পরিবর্তন রাজ্যের বাসিন্দাদের তীব্র গ্রীষ্মের প্রাথমিক দাহ থেকে স্বস্তি দিলেও, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই বৃষ্টির ধারা আগামী ৯ মে পর্যন্ত, এমনকি তার পরেও চলতে পারে।

সোমবার সকালে পালি জেলার সাধরি এলাকায় অরাবল্লী পাহাড়ের এক মন্দিরের কাছে বৃষ্টির জেরে তৈরি হয়েছে অস্থায়ী জলপ্রপাত। ভিলওয়ারা ও পালিতে শিলাবৃষ্টির খবর মিলেছে। জলোর জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার কারণে একটি তাঁবু ভেঙে পড়ে। যোধপুর ও বারোমে হালকা বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বয়ে যায়। জয়পুরে ভোরবেলা বইতে থাকে ঠাণ্ডা হাওয়া। জয়পুরের আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, ১ মে থেকে শুরু হওয়া এই ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব ৯ মে পর্যন্ত চলবে। বিশেষ করে ৫ থেকে ৭ মে পর্যন্ত উদয়পুর বিভাগে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই অবস্থার কারণে রাজ্যে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা কমেছে এবং অন্তত এক সপ্তাহের জন্য গরম থেকে স্বস্তি পাওয়া যাবে।

গত ২৪ ঘণ্টায় জয়পুর, বুন্দি, কোটার মতো কিছু জেলায় আকাশ পরিষ্কার থাকলেও বৃষ্টির প্রভাবে তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নিচে থাকায় আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে আরামদায়ক হয়েছে। রবিবার দুপুরে সিকার জেলায় ২০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। যোধপুর শহরে হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির খবর মিলেছে। পালি জেলার মারওয়ার জংশন, সুমেরপুর, পালি শহর, রানী, সোজাত, বালি, রোহত ও দেশুরি এলাকায় রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় আরও যেসব এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে সেগুলি হল:

* চুরু জেলা: রাজগড়, তারানগর
* জৈসলমের জেলা: পোকরণ, নাচনা, মোহনগড়
* শ্রীগঙ্গানগর জেলা: ঘারসানা, অনুপগড়
* বিকানের জেলা: পুঙ্গল, নোখা, কোলায়াত
* ঝালাওয়ার জেলা: গঙ্গধর
* ঝুনঝুনু জেলা: বুহানা, গুধাগৌড়জি, খেতরি

রবিবার রাজ্যের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চিত্তোরগড়ে — ৩৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর পরে ছিল জৈসলমের ও বারোর — ৩৯.৬ ডিগ্রি। অন্যদিকে, আজমেরে তাপমাত্রা কমে ৩৫.৮ ডিগ্রিতে নেমেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি কম। বিভিন্ন জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় কম সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে:

* কোটা: ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* পিলানি: ৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* ফলোডি ও চুরু: ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* যোধপুর: ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* বাড়মের: ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* জৈসলমের: ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* আজমের: ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম
* ভিলওয়ারা: ৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম

আগামী কয়েকদিন বজ্রপাত, দমকা হাওয়া ও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় রাজ্যের ১১টি জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাসিন্দাদের ঝড়-বৃষ্টির সময় নিরাপদ স্থানে থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধাকে প্রতারণার চেষ্টায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র গ্রেপ্তার

নর্থ ক্যারোলাইনা, ৫ মে : যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনায় এক বৃদ্ধা মহিলাকে আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার চেষ্টা করার অভিযোগে কিশন কুমার সিং নামে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে গিলফোর্ড কাউন্টি শেরিফ অফিস(জিসিএসও)। অভিযুক্তের বয়স ২১ এবং তিনি ২০২৪ সাল থেকে ছাত্র ভিসায় ওহাহোর সিনসিনাটির কাছে বসবাস করছিলেন বলে জানা গেছে।

জিসিএসও এক্স-এ একটি পোস্টে জানিয়েছে, নার্সিং হোম এবং বয়স্কদের আবাসনে বসবাসকারী নাগরিকদের লক্ষ্য করে প্রতারকরা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার পরিচয় দিয়ে ফোন করে অর্থ দাবি করছে। তারা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে, আমরা কখনও কাউকে ফোন করে টাকা চাই না। নিজে সচেতন হন এবং প্রিয়জনদেরও সচেতন করুন।পুলিশের তথ্যমতে, ৭৮ বছর বয়সী ওই মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁকে বারবার ফোন করে বলা হয় যে তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপোস হয়ে গেছে এবং সেটি সুরক্ষার জন্য একটি বড় অঙ্কের অর্থ তুলে দিতে হবে। এমনকি তাঁর নাম দেশের অন্য অংশে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আগরতলা, ৫ মে: আজ ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়েছে। পাশাপাশি, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য দপ্তরে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদের স্রষ্টা মহান দার্শনিক কার্ল মার্কসের ২০৮ তম জন্মদিন পালন করা হয়েছে। এদিনের ওই অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সহ অন্যান্য শহীদদের স্মরণ করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুধন দাস ও সংগঠনের সভাপতি কমরেড রতন ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। এদিন বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন নেতৃত্বরা।

এদিন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুধন দাস বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং তাদের অধিকার রক্ষা করাই ছিল সমন্বয় সমিতির প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া, এই সমিতির মাধ্যমে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। এদিন তিনি আরও বলেন,বর্তমানে সমাজে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার একসময় সংবিধানকে বিরোধিতা করেছে। বর্তমানে ক্ষমতা এসে সংবিধানের উপর ক্রমাগত আঘাত করা হচ্ছে। সংবিধানের উপর পা রেখে একপ্রকার দেশ পরিচালনা করছে স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার।

সীমান্ত পারাপারের সময় আটক ভারতীয় নাগরিক

আগরতলা, ৫ মে: ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত পারাবারের সময় সাব্রুমের শংকর ঘাটে বিএসএফের হাতে আটক এক ভারতীয় নাগরিক। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হাতে ওই যুবককে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের রামগড় উপজেলা সদরে যাওয়ার সময় পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসিন্দার রুদ্র চৌধুরী পিতা মৃদুল চৌধুরী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রাতেই তাকে সাব্রুম থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজ তাকে সাব্রুম আদালতে সোপর্দ করা হবে। এদিকে, আটককৃত যুবক জানান, বাংলাদেশে তার মামার বাড়ি আছে, সেখানেই যাচ্ছিল সে।

উন্নত ভারতের পথ কৃষকের খেত পেরিয়েই যায়: উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়

গ্বালিয়র, ৫ মে: উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, একটি উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে তার পথ কৃষকের খেত পেরিয়ে যেতে হবে। তাই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করা প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি শিক্ষার্থীদের দায়িত্বতারা যেন কৃষকদের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সমৃদ্ধি আনার জন্য ভূমিকা পালন করেন। গতকাল মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রে রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় উপরাষ্ট্রপতি এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে কৃষকদের শুধুমাত্র ফসল উৎপাদক হিসেবে নয়, একজন "কৃষি উদ্যোক্তা" হিসেবে গড়ে তোলার। এ লক্ষ্যে কৃষি শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি এবং গবেষণার মাধ্যমে ক্ষেত্রটিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে রাজ্যের রাজ্যপাল মঙ্গুভাই প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব, কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর অরবিন্দ কুমার শুক্লাও উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্রামগঞ্জে টিওয়াইএফ ও ডিওয়াইএফআই-এর বিশাল মিছিল, তিন দফা দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান

বিশ্রামগঞ্জ, ৫ মে: তিন দফা দাবিকে সামনে রেখে সিপাহীজলা জেলার যুব সংগঠন ত্রিপুরা যুব ফেডারেশন (টিওয়াইএফ) ও ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (ডিওয়াইএফআই)-এর যৌথ উদ্যোগে আজ বিশাল মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড চত্বরে। মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জেলা শাসক কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলকারীদের আটকে দেয়। পরবর্তীতে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলে জানানো হয়, জেলাশাসক একটি আপৎকালীন পরিস্থিতির কারণে কার্যালয় ত্যাগ করেছেন। ফলে প্রতিনিধি দলটি বাধ্য হয়ে জেলা শাসকের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর কাছে তাদের তিন দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রধান তিন দাবি বেকার যুবকদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষক নিয়োগ এবং জেলায় শিল্প ও স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলা। স্থানীয় মানুষ ও পথচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়ে মিছিলটি এক উত্তেজনামূলক পরিবেশ তৈরি করে।

তেলেঙ্গানায় ১৪টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি

হায়দ্রাবাদ , ৫ মে: কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি আজ তেলেঙ্গানায় ৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত ১৪টি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্পগুলির আওতায় মোট ২৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার উদ্বোধন হবে। শ্রী গডকড়ি আজ সকালে আসিফাবাদ জেলার কাগজনগর এক্স রোডে চার লেনবিশিষ্ট জাতীয় সড়ক-৩৬৩-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। বিকেলে তিনি হায়দ্রাবাদে অবস্থিত বিএইচইএল ও আম্বারপেট ফ্লাইওভারেরও উদ্বোধন করবেন। এর পাশাপাশি তিনি তেলেঙ্গানার বিভিন্ন রাস্তাকে প্রশস্ত করার একাধিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। দিনের শেষে অম্বারপেট, হায়দ্রাবাদে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

দেশের সীমানা ও সেনাদের নিরাপত্তা আমার দায়িত্ব: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নতুন দিল্লি, ৫ মে: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে কাজ করা এবং যারা দেশের ক্ষতি করতে চায়, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া তাঁর মূল দায়িত্ব। নতুন দিল্লিতে আয়োজিত 'সংস্কৃতি জাগরণ মহোৎসব'-এ বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের সীমান্ত এবং সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও তাঁর জবাবদিহির অংশ। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করা হবে।রাজনাথ সিং বলেন, আজ সারা বিশ্ব ভারতের গুরুত্বকে স্বীকার করছে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শোনা হচ্ছে। তিনি জানান, ভারতের অর্থনীতি এখন ১১তম স্থান থেকে উঠে এসে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে।তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ২০২৭ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মতে, একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ভারতের অগ্রগতি প্রয়োজন।

আমেরিকা: আলকাট্রাজ কারাগার পুনরায় চালুর নির্দেশ দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ মে: আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের কাছে অবস্থিত ঐতিহাসিক আলকাট্রাজ কারাগারকে পুনরায় চালু এবং সম্প্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, "আমেরিকা বহুদিনধরেই নিষ্ঠুর, সহিংস এবং পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের দৌরাত্ম্যে জর্জরিত।" তিনি জানান, এই পরিস্থিতিতে আলকাট্রাজ কারাগারকে আবার চালু করা আইন, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে উঠবে।উল্লেখ্য, আলকাট্রাজ কারাগার ১৯৬৩ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই দ্বীপটি সান ফ্রান্সিসকোর বিখ্যাত গোল্ডেন গেট ব্রিজের নিকটে অবস্থিত। আলকাট্রাজ শুরুতে একটি নৌ-সামরিক প্রতিরক্ষা দুর্গ ছিল। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এটি সামরিক কারাগারে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯৩০-এর দশকে মার্কিন বিচার বিভাগ এটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর পর থেকেই এটি ফেডারেল বন্দিদের জন্য একটি কঠোর নিরাপত্তাসম্পন্ন কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সব সরকারি স্কুলে 'এআই'

দুবাই, ৫ মে: সংযুক্ত আরব আমিরাত আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের সব সরকারি বিদ্যালয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়টিকে একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছে। এই পদক্ষেপ প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য দেশের প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে আরও গতিশীল করবে। এই ঘোষণা করেছেন আমিরাতের উপ-রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি জানান, "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহারের শিক্ষা দিয়ে সজ্জিত করা।"

পৌঁছে দিচ্ছে ট্রেডা

● প্রথম পাতার পর

আমরা শক্তির জোগান দিতাম। এরপর এলো পেট্রোলিয়াম যুগ, এখন পেট্রোলিয়াম যুগ শেষের দিকে। অর্থাৎ জ্বালানির উৎস ফুরিয়ে যাচ্ছে। যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা খনিজ সম্পদ। এই অবস্থায় বিকল্প হিসেবে আগামী দিনের শক্তির উৎস হিসাবে আমাদের কাছে একমাত্র অবলম্বন হবে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস গুলি। যেমন সূর্য, প্রবাহমান জলের ধারা, বাতাস এগুলি থেকে। শুধু তাই নয় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির পুড়ানোর মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রেও পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি পরিবেশবান্ধব হিসেবে কাজ করছে।

জোর দিয়ে বলতে গেলে মানুষ সভ্যতা যতদিন বাঁচবে এই শক্তি কখনো নিঃশেষিত হবে না। এই শক্তির ব্যবহার যত বেশি হবে মানুষ সভ্যতার আয়ুষ-কালো বাড়বে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এর ব্যবহার যত বেশি হবে উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচবে পৃথিবী। তাই পুনঃ নবীকরণ শক্তি কে কাজে লাগিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে এক বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দেশের সরকার। এই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ ও রাজ্য গুলি। তারইঅঙ্গ হিসাবে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বাঁচাও পরীক্ষা শুরু

● প্রথম পাতার পর

সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে পুন:মূল্যায়নের জন্য আবেদন করতে পারবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই ফর্ম আগামী ১৪ মে তারিখের মধ্যে পর্ষদে জমা দেবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ১৪ মে পর আর ফর্ম জমা দেওয়া যাবে না।এই পুন: মূল্যায়নের ফলাফল এই মাসের মধ্যেই প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষ পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট দেওয়া শুরু হলো ৫ মে থেকে চলবে ৬ মে পর্যন্ত।

বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকায় অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ প্রদান করলেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৫ মে: সোমবার কমলপুর সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ খরচ করে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি অ্যাম্বুলেন্স, দুটি শববাহী গাড়ি, গ্রামীণ কীর্তনীয়া দলকে ২২টি মৃদাঙ্গ, কাঁসা, করতাল সহ ৫টি হারমোনিয়াম প্রদান করেন এবং বিধায়িকা নিজে ব্যক্তিগতভাবে ২০জন দু:স্থ পড়ুয়াদের হাতে পুস্তক তুলে দেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার, মহন্ত স্বরদপানন্দ মহারাজ, কমলপুর মহকুমা শাসক শরৎ নায়েক, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের বিডিও সমিত দাস,সালেমা ব্লকের বিডিও প্রীতম সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী। স্বাগত ভাষণ দেন কমলপুর মহকুমা শাসক শরৎ নায়েক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, বিগত সরকারের আমলে সুরমা বিধানসভার জনগন জানতো না বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের ফান্ডের কথা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগন জানতে পারে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের ফান্ডের কথা। বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, তিন বছর হলো আমি সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা। এই তিন বছরে কমলপুর সাব জেলখানায় একটি অ্যাম্বুলেন্স, সালেমা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্স, বিভিন্ন জলের ট্যাঙ্ক, নানা এলাকায় নাট মন্দির তৈরী করে দিয়েছি। আজ মরাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র অ্যাম্বুলেন্স, মরাছড়া পঞ্চায়েতে শববাহী গাড়ি, সালেমা পঞ্চায়েতে শববাহী গাড়ি দেওয়া হয়। তাছাড়া,সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে বসবাসরত বিভিন্ন কীর্তনীয়া দলকে ২২টি মৃদাঙ্গ, কাঁসা করতাল ও হারমোনিয়াম তুলে দিয়েছি। বিজেপি সরকার মানুষের পাশে আছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যান মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, একটা মানুষকে সন্মানের সহিত বাঁচার অধিকার দিয়েছে। আগের সরকার ভাতা দিতো ৫০০শো টাকা করে। আমাদের বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভাতা ২০০০ হাজার টাকা করেছে। আজ থেকে দু বছর আগে আমরা ৩০ হাজার ভাতা দিয়েছি। সুরমাতে ৫০০শো ভাতা দিয়েছি।এখন আবার সাড়ে ৫ হাজার ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ এখানে বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। এরজন্য কোন আন্দোলন, মিছিল, মিটিং করতে হয় নি। মন্ত্রী শ্রী রায় আরও বলেন, ঘরে ঘরে সুশাসন। সুশাসন মানে এই নয় যে ঘরে ঘরে দালান ঘর হবে।

সুশাসন মানে সরকারকে উপলব্ধি করা, সরকারকে চেনা, সরকারকে জানা, সরকারে পাশে থাকা। আমাদের অন্তোদয় পরিবারে যখন কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তখন আমরা ভাবি কন্যা সন্তানের কিভাবে পড়াশোনা করাবো, কিভাবে বিয়ে দেবো। আমাদের সরকার অন্তোদয় পরিবারের জন্য ৫০ হাজার টাকা এককালীন জমা করে দিচ্ছে। আঠারো বছর পর্যন্ত। যাতে ভবিষ্যতে ওই কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতে পারে। একটা সময় শুধু এসটি,এসসি ছাত্রীদের বাইসাইকেল দেওয়া হতো। আমাদের সরকার আসার পর আমরা ক্লাস নাইনের ছাত্রীদের বাইসাইকেল দিচ্ছি।

জিনোম-সংশোধিত ধানের জাত উদ্ভাবনে ভারত বিশ্বের প্রথম দেশ: কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

নতুন দিল্লি, ৫ মে: ভারত জিনোম-সংশোধিত ধানের জাত উন্নয়নে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (জ্জঙ্খঞ্জ্ট) কর্তৃক উন্নত দুটি নতুন ধানের জাতের উদ্বোধন করেছেন। নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী চৌহান এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভারতের কৃষি বিজ্ঞানীদের দক্ষতার প্রতি দেশের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি জানান, এই গবেষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকশিত ভারত' গড়ার অঙ্গীকারে একটি মাইলস্টোন হিসেবে প্রমাণিত হবে। মন্ত্রী বলেন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এই দুই নতুন ধান জাত শুধু কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে না, বরং সাধারণ মানুষের জন্যও উপকারি হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই জাতগুলো বিশেষভাবে আন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের উপযোগী করে উন্নত করা হয়েছে।

ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জকারী একাধিক আবেদন শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ মে: সুপ্রিম কোর্ট আজ ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে দায়ের করা একাধিক রিট আবেদনের শুনানি করবে। প্রধান বিচারপতি বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ আজ দুপুর ২টায় এই মামলার শুনানি শুরু করবে। গত ১৭ এপ্রিল, বেঞ্চ জানিয়েছিল যে ৫ মে-র শুনানি একটি প্রাথমিক শুনানি হবে এবং প্রয়োজনে আদালত অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করতে পারে। গত শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকার আদালতের কিছু প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত আইনের কিছু বিতর্কিত ধারা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে ওয়াকফ-বাই-ইউজার বা বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত জমিগুলি এই আইনের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। এছাড়াও, কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আপাতত কেন্দ্রীয় ওয়াকফ পরিষদ এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে কোনও নতুন নিয়োগ করা হবে না। পরবর্তীতে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এই আইনের পক্ষে একটি প্রাথমিক হলফনামা জমা দেয় এবং রিট আবেদনকারীদের যুক্তির বিরোধিতা করে। আবেদনকারীরা ইতিমধ্যে সরকারের হলফনামার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়া আদালতে জমা দিয়েছেন।

উদ্যোগ ঃ মেয়র

● প্রথম পাতার পর

মেয়র জানান, আগরতলা শহরকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বাজেট শহরের উন্নতিতে সহযোগিতা করবে। বাজেটের মধ্যে শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, যানজটমুক্ত ও ড্রেন পরিষ্কার রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বাজেটে শহরে আরও পার্ক করে দেওয়া, পরিত্যক্ত পুকুরের উন্নতি করার ওপরও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস ছাড়াও সব কর্পোরেটররা। উল্লেখ্য, গত ২৩শে এপ্রিল মেয়র দীপক মজুমদার ৭২ লক্ষ ২ হাজার টাকার ঘাটতি বাজেট প্রস্তাব রেখেছিলেন। আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত বাজেট গ্রহণের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ সমস্ত কর্পোরেটর ও আধিকারিকরা।

মিটবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতিতেও অধিক পরিমাণে রক্তদান শিবিরের আয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে আসেন বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নির্বাচনকালে এবং করোনার মতো মহামারির সময় রক্তের প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যেহেতু রক্ত বেশিদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় না তাই রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রাখা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা, বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের বিশেষ করে প্রসবকালীন সময়ে রক্তের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ক্যান্সার রোগী ও থ্যালাসেমিয়া রোগীদেরও রক্তের প্রয়োজন হয়।

তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের সবকটি জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। অনেক মহকুমা হাসপাতালেও ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। আগামীদিনে আরও ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে। এই সকল ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে অনেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ত্রিপুরা রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ আয়োজিত আজকের রক্তদান শিবিরের উদ্যোগের প্রশংসা করে এবং এই ধরনের উদ্যোগের ফলে অন্যান্য সংস্থা অনুপ্রাণিত হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল রক্তের জোগান নিশ্চিত করতে রক্তদান করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কাজ করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, আজকের রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন শাখার মোট ৭৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

পাহেলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভারতের পাশে থাকার জন্য জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৫ মে: পাহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রতি সংহতি প্রকাশ করার জন্য জাপানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আজ নয়াদিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল নাকাতানির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে রাজনাথ সিং এই মন্তব্য করেন। বৈঠকের শুরুতেই তিনি ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য জেনারেল নাকাতানির অবদানের প্রশংসা করেন। এই বৈঠকে উভয় পক্ষ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করছেন এবং দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়েও আলোচনা চলছে। বৈঠকের আগে জেনারেল নাকাতানিকে তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। ভারত ও জাপান দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভাগ করে আসছে। ২০১৪ সালে এই সম্পর্ককে "বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব"-এর স্তরে উন্নীত করার পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গতি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্র দুই দেশের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে সমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিরক্ষা বিনিময় ও সহযোগিতা দৃঢ় হয়েছে। হিন্দ-প্রশান্ত অঞ্চলজুড়ে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভারত ও জাপানের ভূমিকা ক্রমাগত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

গত বছরের নভেম্বরে লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকে অনুষ্ঠিত আসিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের পর এই ছয় মাসে দুই মন্ত্রীর এটি দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

শান্তিরবাজার মহকুমায় ৪,৫২, ১১৭টি গবাদি প্রাণীর চিকিৎসা

আগরতলা, ৫ মে: প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে গত অর্থবছরে শান্তিরবাজার মহকুমায় ৪,৫২, ১১৭টি গবাদি প্রাণীর চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র প্রদান করা হয়। এরমধ্যে ১৮৫টি প্রাণী চিকিৎসা শিবিরে ৪,৫৩৫টি প্রাণীর চিকিৎসা করা হয়। ১,২৬২টি টিকাকরণ শিবিরে ৩,৭৬,২৫৬টি প্রাণীকে রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়। অন্যদিকে ১০২টি শিবিরের মাধ্যমে ৬৫,৬৩৪টি প্রাণীকে বিনামূল্যে কৃমিনাশক ওষুধ দেওয়া হয়। ৩৮টি প্রাণী সচেতনতা শিবিরে চিকিৎসা করা হয় ৪, ৫৩৫টি প্রাণীর। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বগাফা বিভাগের সহ অধিকর্তা ডা. পুলকেশ দেববর্মা এই সংবাদ জানান।

আটক স্বর্ণ ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ এই বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করে। পরে তাঁকে গ্রেফতার করে ধর্মনগর জিআরপি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাহুল দেবনাথ দাবি করেছেন, তিনি একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং ওই টাকা তাঁর ব্যবসার উদ্দেশ্যেই বহন করছিলেন। তবে এত পরিমাণ নগদ অর্থ বৈধভাবে বহনের প্রমাণ তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দেখাতে পারেননি। পুলিশ আরও জানায়, এই ঘটনার বিষয়ে আয়কর বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করা হয়েছে। তদন্ত চলছে, কোথা থেকে এই টাকা এল এবং কী উদ্দেশ্যে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনায় স্থানীয় মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ট্রেনে এত বড় অঙ্কের নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে রেল নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে। এই বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে ধর্মনগর জিআরপি থানার আধিকারিকরা।

ছিন্ন করল নিগম

● প্রথম পাতার পর

তাহলে কঠোর পদক্ষেপ অনিবার্য। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ বিদ্যুৎ নিগমের আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ নিগম রাজ্য সরকারের সহায়তা না পেলে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়তো। আর এটা বুঝে ওঠা আমাদের সকলের দায়িত্ব যে পরিষেবা সচল রাখতে হলে নাগরিকদেরই সচেতন হতে হবে।" এই প্রেক্ষিতে ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন বাস্তব চিত্র তুলে ধরল। বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি শুধু একটি অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়, বরং একটি বার্তাযেখানে সবার জন্য এক নীতির প্রয়োগ হচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনাকে নজির হিসেবে ধরে রাজ্যের অন্যান্য বকেয়াদার গ্রাহকরা কীভাবে সাড়া দেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখতে হলে সকলেরই সচেতন অংশগ্রহণ যে আবশ্যক- এই বাস্তবতাই আরও একবার উঠে এলো রাজ্যবাসীর সামনে।

একই পরিবারের তিন

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। দুষ্কৃতিকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। ওই ঘটনায় এলাকায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

থাকার বার্তা পুতিনের

● প্রথম পাতার পর

কূটনৈতিকভাবে সমাধান হওয়া উচিত।" হামলার প্রেক্ষিতে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কঠোর পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সিন্ধু নদী জলচুক্তি স্থগিত এবং সমস্ত পণ্য আমদানি বন্ধ করা। জবাবে পাকিস্তান ভারতের বিমানের জন্য আকাশপথ বন্ধ করা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থগিত করার মতো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 1 5/6/2025, 12:41 AM

াঙ্গন

সুপার সিক্স-এর প্রথম দিনে আজ ব্লাডমাউথ - চাম্পামুড়া, এগিয়ে চল - মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলায় দল গুলোর মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ছিল। এবার সুপার সিক্সের লড়াই। সেয়ানে সেয়ানে মোকাবেলা। গ্রুপ-এ থেকে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং এগিয়ে চল সংঘ; গ্রুপ বি থেকে মৌচাক ক্লাব এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার, গ্রুপ সি থেকে তরুণ সংঘ এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস যথাক্রমে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও গ্রুপ রানার্স হয়ে সুপার সিক্স-এ খেলার যোগ্যতা পেয়েছে। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দলগুলো প্রস্তুত। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে সুপার সিক্স-এর লড়াই।সুপার সিক্স-এর ছয়টি ম্যাচ - সব কটিই এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ এবং মৌচাক ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, ৭ মে সকালে চাম্পামুড়া খেলবে গ্রুপ সি চ্যাম্পিয়ন তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় মৌচাক ক্লাব খেলবে গ্রুপ সি রানার্স ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসদের বিরুদ্ধে। ৮ মে সুপার সিক্স-এর অন্তিম দিনে সকালের ম্যাচে ব্লাডমাউথ খেলবে তরুণ সংঘের বিরুদ্ধে। বেলা একটার ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১০ মে-তে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ১২ মে-তে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

সুপার ফোরের ২য় রাউন্ডের খেলা আজ থেকে শতদল-কসমোপলিটন, ওপিসি-পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এক রাউন্ডের খেলা শেষে সম সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব ও ওপিসি যৌথভাবে শীর্ষে রয়েছে।
তবে গড় রানের হিসেবে ওপিসি কিন্তু লীগ তালিকায় এগিয়ে। আগামীকাল থেকে দুই মাঠে একই সঙ্গে দুটি ম্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে। টি আই টি গ্রাউন্ডে শতদল সংঘ খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে।
পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ওপিসি এবং পোলস্টার ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতিটি দলেরই লক্ষ্য রয়েছে সরাসরি জয়ের মাধ্যমে পুরো ৬ পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার। প্রথম রাউন্ডের খেলায় পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ১২৬ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে কসমোপলিটন প্রথম ইনিংসে ২১১ রান সংগ্রহ করে। ম্যাচটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব ৩ পয়েন্ট পায়। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ২০৭ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে ওপিসি-র প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২০৮ রানে। এই ম্যাচটিও অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছিল। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ওপিসি ৩ পয়েন্ট পেয়েছে।

সি ডিভিশন ফুটবল মাঠে আজ বাইচুং ভুটিয়া একাডেমির খেলোয়াড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বাইচুং ভুটিয়া স্কুল ফুটবল একাডেমির ফুটবলার এবার খেলবে এখানকার ঘরোয়া সি ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টে। কেশব সংঘের হয়ে আগামীকাল (মঙ্গলবার) উমাকান্ত ময়দানে দেখা যাবে দিপেনদার দেববর্মাকে তৃতীয় ডিভিশন ফুটবলে। সিমনার অভিচরণ এলাকায় তার বাড়ি। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলো এবছর দীপেনদার সিবিএসসি ফরম্যাটে। দু বছরের চুক্তিতে সে বাইচুং ভুটিয়া স্কুল ফুটবল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত ছিল। চুক্তি শেষ, তাই এখন সে রাজ্যে ফিরে এলো। বর্তমানে তার অনুশীলনের জায়গা কাতলামারা স্কুল মাঠ। কোচ পারেন্দ্র এবং প্রবাল দেববর্মার তত্ত্বাবধানে নিজেকে তৈরি করে চলেছেন দীপেনদার। সঙ্গে কেশব সংঘের হয়ে যারা খেলবেন তারাও অনুশীলন করলেন মাঠে। কেশব সংঘের হয়ে এবার অধিকাংশ ফুটবলারই কাতলামারার। কোচ পারেন্দ্র দেববর্মা ও প্রবাল দেববর্মা আশাবাদী এবছর সি ডিভিশনে তাদের ছেলেরা নিজেদের সেরাটাই তুলে ধরবে কেশব সংঘের হয়ে।

বদলেছেন রাহুল, বদলেছে তাঁর ব্যাটিংও, অনিশ্চিত ক্রিকেটজীবন গত দু'বছরে ঘোর নিশ্চিত

লোকেশ রাহুল। ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলে ক্রমশ গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তাঁর। বলা যেতে পারে ঋষভ পন্থের দুর্ঘটনা বদলে দিয়েছে রাহুলের ক্রিকেটজীবন। বদলেছেন রাহুল নিজেও। গত দু'বছরে নিজের ব্যাটিং বদলে ফেলেছেন কর্নাটকের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।এ বার আইপিএলের শুরুতে কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন রাহুল। পিতৃত্ব তাঁর দায়িত্ব বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। হয়তো স্ত্রী আথিয়া শেট্টি সন্তানসম্ভবা হওয়ার সময় থেকেই নিজেকে বদলাতে শুরু করেছেন রাহুল। ব্যক্তিগত ভাবে ধ্রুপদী ব্যাটিং পছন্দ করেন। নিজেও তেমনই ব্যাটিং করতে চান। রাহুল সেই বিরল ধরনের ব্যাটার, যিনি ব্যাটিং অর্ডারের যে কোনও জায়গায় মানিয়ে নিতে পারেন। ইনিংস শুরু বা মিডল অর্ডার বা লোয়ার মিডল অর্ডার রাহুল সর্বত্র পরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য এবং সফল।একটা সময় পর্যন্ত রাহুলকে মূলত লাল বলের ক্রিকেটের জন্য বিবেচনা করা হত। গত এক দিনের বিশ্বকাপ রাহুল সম্পর্কে সেই ধারণা বদলে দিয়েছে। লাল বলের মতো সাদা বলের বিরুদ্ধেও সমান সাবলীল তিনি। মাঠের সব দিকে শট মারতে পারেন। পেসার এবং স্পিনারদের সমান দক্ষতায় সামলাতে পারেন। রান তোলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। উইকেটের পিছনেও দলকে নিরাপদ রাখেন।২০২৫ সালের আইপিএলের রাহুল এবং ২০২৪ সালের আইপিএলের রাহুল এক ব্যক্তি। কিন্তু এক ব্যাটার নন। গত বছর আইপিএলে বেশ কিছু ম্যাচে ২৫০র কাছাকাছি বা বেশি রান উঠেছিল। রানের সেই বন্যা দেখেও রাহুল নিজের ক্রিকেট দর্শনে অবিচল ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "স্ট্রাইক রেট আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্ট্রাইক রেট বিষয়টাকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।" পিচ আঁকড়ে বড় রানের ভাল ইনিংস তৈরিকেই অগ্রাধিকার দিতেন। সে সময় ব্যাটার রাহুলের এই মানসিকতা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আদর্শ। কিছুটা হয়তো এক দিনের ক্রিকেটের জন্যও। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য নয়। ২০ ওভারের ক্রিকেটে বলের থেকে রান বেশ কিছুটা বেশি হবে, এটাই প্রত্যাশিত। লখনউ সুপার জায়ান্টসের তৎকালীন অধিনায়ক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এই দর্শনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারতেন না। অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক ক্রিকেটের চাহিদার দ্বন্দ্বে নিজের শিক্ষাকেই এগিয়ে রাখতেন।রাহুল বদলে গিয়েছেন। নিজের ব্যাটিং দর্শন বদলে ফেলেছেন। নিউ জিল্যান্ডের কাছে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ হারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে রাহুলের পরিবর্তনের পিছনে। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁকে টেস্ট দল থেকেও বাদ দিয়ে দেন। রাহুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দলের এবং পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেন না। তবে অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে ওপেন করতে নেমে রান পাওয়ায় পরিস্থিতি আবার বদলে যায়। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রাহুলকে ব্যাট করতে পাঠানো হয় পাঁচ নম্বরে। অনভ্যস্ত জায়গায় ব্যাট করেও পাঁচটি ম্যাচে ১৪০ রান করেন তিনি। সে সময় রাহুল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ম্যাচে ওপেন করেছিলাম। সকলেই জানে, অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বল সামলানো কতটা কঠিন। তার পরই মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামাটা একটু কঠিন হয়। আমার কোনও অভিযোগ নেই। গত চার-পাঁচ বছর ধরে সাদা বলের ক্রিকেট এ ভাবেই খেলছি। ব্যাটিং অর্ডারের উপরে বা নিচে ব্যাট করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে যেখানেই খেলতে বলা হোক, খুশি মনেই খেলি। এটা নিজের খেলাকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে আমায়। নিচের দিকে ব্যাট করায় আগের থেকে অনেক বেশি বাউন্ডারি মারতে পারছি।"ভারতীয় দলে টিকে থাকার তাগিদেই নিজেকে বদলাতে হয়েছে রাহুলকে। তিনি আরও বলেছিলেন, "নতুন কিছু নয়। ২০০০ সাল থেকেই আমি পাঁচ নম্বরে ব্যাট করছি। অনেকে হয়তো ব্যাপারটা ভুলে যান। কোনও সিরিজে ভাল পারফর্ম করি বা কোনও সিরিজে বিশ্রাম পাই একটা প্রশ্ন ওঠেই। তা হল, আমি ব্যাটিং অর্ডারের কোথায় খেলব। সাজঘরে বসে মাঝে মাঝে ভাবি, আর কী করতে পারি? যখন যেখানে খেলতে বলা হয়েছে, সেখানেই খেলেছি। ভাল পারফর্ম করেছি। এটা রোহিতও মানে।"রাহুল কতটা বদলেছেন, তা বোঝা যাচ্ছে এ বারের আইপিএলে। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ৭৭ রান এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংস খেলেছেন আগ্রাসী মেজাজে। পাঁচ বলের জন্য ক্রিজে এলেও তিন থেকে চারটি বল পাঠাচ্ছেন মাঠের বাইরে। আগ্রাসী ব্যাটিং করার জন্য অবশ্য অবিবেচকের মতো শট খেলছেন না। ক্রিকেটীয় শট খেলেও দ্রুত রান করছেন। চেষ্টা করছেন যতটা সম্ভব ত্রুটি এবং ঝুঁকিহীন ব্যাটিং করতে। নিজের আগ্রাসী ব্যাটিং নিয়ে রাহুল বলেছেন, "ক্রিকেটজীবনের একটা পর্যায়ে এসে চার, ছয় মারার মজা হারিয়ে ফেলেছি। নিজের ব্যাটিংকে আরও আরও নিখুঁত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একটা পর্যায়ে সেটা আটকে গিয়েছে। আসলে ক্রিকেট খেলাটাই বদলে গিয়েছে। বিশেষত টি-টোয়েন্টিতে যত বেশি সম্ভব বাউন্ডারির মারতে হয়। যারা বেশি সংখ্যক চার-ছয় মারতে পারে, তারাই জেতে।"রাহুল সাধারণ ভাবে মুখচোরা স্বভাবের। নিজের সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে বেশি কথা বলতে পছন্দ করেন না। নিজের কাজটুকু ঠিক ভাবে করতে পারলেই খুশি হন। সাফল্যে যেমন খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হন না, তেমন ব্যর্থতায় ভেঙেও পড়েন না। দুটিকেই সহজ ভাবে নেন। ক্রিকেটজীবনে প্রতিক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেন। সেই রাহুলই এ বার বেঙ্গালুরুর মাটিতে বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে উচ্ছ্বাসে গর্জে উঠেছিলেন। বোঝাতে চেয়েছিলেন, বেঙ্গালুরুর ২২ গজে তিনিই শেষ কথা বলবেন। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম তাঁর নিজের জায়গা।ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার অনিশ্চয়তা। সুযোগ পেলে ব্যাটিং অর্ডারের অনিশ্চয়তা। আইপিএলে প্রয়োজনীয় আগ্রাসী ব্যাটিং করতে না পারা। সব মিলিয়ে রাহুলের ক্রিকেটজীবনই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। পন্থের দুর্ঘটনা এবং ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের বিশ্বকাপ পরিকল্পনা নতুন সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল তাঁর সামনে। সেই সুযোগ হাতছাড়া হতে দেননি। তিন ধরনের ক্রিকেটে মানানসই ব্যাটিং করছেন। নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করছেন দেশের অন্যতম সেরা টেকনিক্যাল ব্যাটার।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাঁচ উইকেটে হারাল ভারত

কলম্বো: শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত ত্রিদেশীয় সিরিজে দুরন্ত ছন্দে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। প্রথম ম্যাচে লঙ্কা বাহিনীকে হারানোর পর মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৫ রানে জিতলেন হরমনপ্রীত কাউররা। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ছয় উইকেটে তোলে ২৭৬। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা অল-আউট হয় ২৬১ রানে। তবে একসময়ে প্রোটিয়াদের জয়ই নিশ্চিত মনে হচ্ছিল। কোণঠাসা পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ ঘোরালেন স্নেহ রানা। ৪৩ রান খরচ করে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা তিনিই। এই জয়ের সুবাদে দুই ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে তালিকার শীর্ষে ভারতীয় প্রমীলা ব্রিগেড। ৩ মে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার মাঠে নামবেন হরমনপ্রীতরা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করেছিলেন প্রতীকা রাওয়াল (৭৮) ও স্মৃতি মান্ধানা (৩৬)। ছন্দে রয়েছেন প্রতীকা।

মেট্রিক্স চেস আকাদেমি উদ্যোগে নতুন নিয়মকানুনের প্রশিক্ষণ শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগে ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমি নিয়েছিল এক অনন্য উদ্যোগ। রাজ্যের দাবাড়ুদের বিভিন্ন নিয়মাবলী নিয়ে বিশেষ শিবিরের ব্যবস্থা করেছিলো কৃষ্ণনগরের ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমী। প্রতি বছরের মত এবারও। ৮ মে থেকে শুরু হতে চলেছে রাজ্য দাবা সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ৭ ছোটদের রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হয়েছিল ও শিবির। মেট্রিক্স চেস একাডেমির দাবাড়ুদের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিল ওই শিবিরে। দাবাড়ুদের সামনে দাবা খেলার বিভিন্ন নিয়ম নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলে ও শিবির। দাবা খেলার নতুন নিয়ম কানুন, কীভাবে খেললে ভালো খেলা যায় তা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন অনুপম। এদিন সন্ধ্যায় প্রশিক্ষণের শুরুতেই মেট্রিক চেস একাডেমির পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয় রাজ্যের কৃতি ওই আরবিটরকে। শিবিরে দাবাড়ুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অনুপম। এতে খুশি দাবাড়ুদের অভিভাবকরাও। আগামী দিনও ওই প্রয়াস যাতে বজায় থাকে তার অনুরোধ করেন ম্যাট্রিক্স একাডেমির কোচ কিরীটি দত্তের কাছে।

ব্যাটিংয়ের থেকেও ফিল্ডিং করতে বেশি ভালবাসি! তিনটি বাউন্ডারি বাঁচিয়ে দলকে জিতিয়ে বলছেন রিঙ্কু

তিন বার নিশ্চিত বাউন্ডারি আটকে দিয়েছেন। বাঁচিয়েছেন চার রান। শেষ ওভারে তাঁর থ্রোয়েই রান আউট হয়েছেন জফ্রা আর্চার। ব্যাট হাতে ৬ বলে ১৯ রান করার পর ফিল্ডিংয়েও চমকে দিয়েছেন রিঙ্কু সিংহ। ম্যাচ জেতার পর রিঙ্কু জানালেন, ব্যাটিংয়ের থেকেও ফিল্ডিং করতে বেশি ভাল লাগে তাঁর।১৬তম ওভারের প্রথম বলে প্রাণপণে একটি চার বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি। সেই আক্ষেপ পরে মিটিয়ে দিয়েছেন রিঙ্কু। ১৭তম ওভারে সুনীল নারাইনের বলে রিয়ান পরাগের শট ডান দিকে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচিয়ে দেন। ১৯তম ওভারে শুভম দুবে মিড অফে চালিয়ে খেলেছিলেন। আবার ডান দিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে বল আটকান রিঙ্কু। সাত রানে বাঁচে তাঁর দু'টি প্রয়াসে।শেষ ওভারের প্রথম বলে আর্চার কভারে চালিয়েছিলেন। এ বার রিঙ্কু ডান দিকে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে দু'রানের বেশি নিতে দেননি। শেষ বলে লং অফ থেকে দৌড়ে এসে তাঁর ছোড়া বলেই বৈভব অরোরা রান আউট করেন আর্চারকে।ম্যাচের পর রিঙ্কু বলেছেন, "আসলে বাউন্ডারি বাঁচানো খুব দরকার ছিল। ভারতের সবচেয়ে দ্রুত যে মাঠগুলো রয়েছে, তার একটা এই ইডেন। আউটফিল্ডে যাতে ভাল খেলতে পারি, সেটাও আমার দায়িত্ব। আমি হয়তো ব্যাটিংয়ের থেকেও ফিল্ডিং করতে বেশি ভালবাসি।"রবিবার রিঙ্কু এবং আন্দ্রে রাসেলের জুটিতে ১১ বলে উঠেছে ৩৪ রান। সতীর্থের প্রশংসা করে রিঙ্কু বলেছেন, "রাসেল আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ রান করেছে। এই মরসুমে খুব বেশি রান করতে পারেনি। শেষ দু'ওভারে আমাদের চালিয়ে খেলতেই হত। আমার কাছে খুব ভাল পরিস্থিতি ছিল। মঞ্চ তৈরি ছিল। সেটাকে কাজে লাগিয়েছি।"প্লে-অফ নিয়ে এখনই ভাবতে নারাজ রিঙ্কু। বলেছেন, "একটা একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি না।"

র‍্যাপিড রেটিং দাবায় চ্যাম্পিয়ন শাক্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলেন শাক্যসিংহ মোদক। ৯ রাউন্ডে ৮ পয়েন্ট পেয়ে। প্রথমবর্ষ লাংমা নি হাদুক প্রাইজমানি ফিডে রেপিড রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায়। দু''দিনব্যাপী আসর শেষ হয় রবিবার বিকেলে। মহকুমা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয় আসর। ৯ রাউন্ডের আসরে ৮ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শাক্য। সাড়ে সাত পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করেন যথাক্রমে অগ্রজিৎ পাল এবং অনুপম নাথ। ৭ পয়েন্টে চতুর্থ থেকে সপ্তম স্থান দখল করেন যথাক্রমে কিংশুক দেবনাথ, উমাশঙ্কর দত্ত, মেহেদীপ গোপ এবং রমেশ কলই। আসরে ১৪০০-১৬০০ রেটিং বিভাগে অর্ণব বর্মা, বিধাতা সাগর দেববর্মা, ১৬০০-১৮০০ রেটিং বিভাগে দেবাংকুর ব্যানার্জি। দীপক চৌহান, আন রেটেড বিভাগে আয়ুষ্মান ভৌমিক, আদ্যা দেব, মহিলা বিভাগে আরাধ্যা দাস, অবন্তিকা দেব প্রথম দুটি স্থান দখল করেন। অনূর্ধ ১৭ বিভাগে বৈশালী দেবনাথ , নির্বাণ মজুমদার, অংশুমান সূত্রধর। সুদীপ্ত রায়, অনুর্ধ- ১৫ বিভাগে রোহিতস্ব দাস, জ্যোতিরদিত্য রায়, প্রজ্ঞান দাস, দেবতীর্থ দাস, রাধিকা মজুমদার, অনুর্ধ-১৩ বিভাগে অন্তরীপ আচারিয়া, নৈরিথ দেবনাথ, ধিময় চক্রবর্তী ,ঋষভ দেবনাথ, শতদ্রু দাস, অনুর্ধ-১০ বিভাগে পীতাম্বর দেবনাথ, অর্পণ দে, দেহান ভৌমিক, জগদীশ, কণিষ্ক চৌধুরী, অনূর্ধ ৭ বিভাগে তৃষিকা কামারাপু, অয়নজিৎ নাগ, রেশব দেবনাথ এবং সিনহানা কুমারী যথাক্রমে প্রথম চারটি স্থান দখল করেন। খেলা শেষে হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, সচিব মিঠু দেবনাথ এবং কার্যকরি সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু প্রমুখ। আসর পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য। উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বেজায় খুশি আসরে অংশ নেওয়া বিভিন্ন মহকুমা দাবাড়ুরা। আগামী দিনেও যাতে ওই খেলা বজায় রাখে তার বিশেষ অনুরোধ করেন উদ্যোক্তা রাজু মজুমদারের কাছে।

বাগুইআটির অজিতের সারিয়ে দেওয়া ব্যাটেই কি রানে ফিরলেন রাসেল! বিপদে পড়লে নারাইনদের ভরসা কলকাতার 'ব্যাটের চিকিৎসক'

বাগুইআটির হাতিয়াড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাঁ দিকে মিনিট সাতেক হেঁটে গেলে একটি ছোট গলি। তার শেষ প্রান্তে নিতান্তই সাধারণ একটি দোকান। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে ছোট একটা সাইনবোর্ড। বেশ কিছু ছবির মাঝে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'ডক্টর অফ ব্যাট', অর্থাৎ ব্যাটের চিকিৎসক। ব্যাটের আবার চিকিৎসকও হয়!নিশ্চয়ই হয়। নিজেকে এই নামেই ডাকতে ভালবাসেন দোকানের মালিক অজিত কুমার শর্মা। চেহারা, কথাবার্তা আরও সাধারণ। বললেন, "শরীর বা মনের যদি চিকিৎসক হয়, তা হলে ব্যাটের চিকিৎসক হবে না কেন? ক্রিকেট খেলতে গেলে ব্যাট নিয়ে নানা রকম সমস্যায় পড়তে হয়। সেগুলো সারানোর জন্য কাউকে তো দরকার।" কেকেআর কলকাতায় যে হোটেলে থাকে, সেখানে ব্যাট সারাতেই গিয়েছিলেন। তাই যে সময়ে আসার কথা ছিল, তার থেকে প্রায় ৪৫ মিনিট দেরিতে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। ডেকেছিলেন রমনদীপ সিংহ।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা, এই অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘ দিনই। ব্যাটারেরা খেয়ালখুশি মতো ব্যাট নিয়ে মাঠে নামতেন। ধুমধাড়াক্কা পিটিয়ে সাজঘরে ফিরে যেতেন। তবে এ বার ভারতীয় বোর্ড ব্যাটের মাপ নিয়ে কড়া হয়েছে। যেমন খুশি ব্যাট নিয়ে মাঠে নামা যাচ্ছে না। সে কারণেই চাহিদা বেড়ে গিয়েছে অজিতের।কেকেআরের প্রায় প্রত্যেক ক্রিকেটারের কাছেই আক্ষরিক অর্থে তিনি 'গো-টু ম্যান'। আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইন, বেঙ্কটেশ আয়ার, রিঙ্কু সিংহ, রমনদীপ সিংহ যিনিই সমস্যায় পড়ুন, আগে ফোন আসবে অজিতের কাছে। শুধু কেকেআর নয়, হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা, ঈশান কিশন, বেঙ্গালুরুর ফিল সল্ট সবার কাছেই জনপ্রিয়। এ বারও খেলতে এসে অভিষেক, সল্টরা ব্যাট সারাই করিয়ে গিয়েছেন। সেই কাজ করতে গিয়ে অজিতের মনে হয়েছে, নারাইন, রাসেল সবচেয়ে দামী ব্যাট ব্যবহার করেন। তাঁর অনুমান, ওই ব্যাটের দাম দেড় লক্ষ টাকা। রমনদীপের ব্যাটের দাম সেখানে ৭৫ হাজার টাকা।কিন্তু কেকেআর ক্রিকেটারদের কাছে কী ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন? অজিত জানালেন, পুরোটাই ভাগ্য। ২০২৩ সালে কেকেআরের তৎকালীন ক্রিকেটার মনদীপ সিংহ নিজের কয়েকটি ব্যাট সারাই করার জন্য লোক খুঁজছিলেন। সে সময় কেকেআরের এক নেট বোলার অজিতের সন্ধান দেন। সমাজমাধ্যমের সূত্রে মনদীপের সঙ্গে কথা হয় অজিতের। মনদীপ তাঁর কাজ দেখে খুশি হন। ধীরে ধীরে কেকেআরের বাকি ক্রিকেটারদের থেকেও ব্যাট সারাই করার প্রস্তাব পেতে শুরু করেন অজিত। জানালেন, কেকেআরের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্রিকেটারই কোনও না কোনও সময় তাঁর থেকে ব্যাট সারাই করিয়েছেন।ব্যাটের সমস্যা যা-ই হোক না কেন, অজিত ঠিক করে দেবেন। দৈর্ঘ্য কমানো, ওজন কমানো, ফাটল মেরামত তালিকা শেষ হওয়ার নয়। নিজে হাতেকলমে দেখালেনও সেটা। নাগেরবাজারে নিজের দ্বিতীয় দোকানে বসে একটি করে ব্যাট তুলে তুলে দেখিয়ে বোঝালেন, কী ভাবে কোন জায়গায় ওজন বাড়াতে বা কমাতে হয়, কোথায় বেশি ওজন চান ক্রিকেটারেরা, কোন জায়গা একটু ঘষে দিলে বুলেটের বেগে বল যাবে বাউন্ডারিতে।ব্যাট সারাই করার জন্য কোনও প্রথাগত শিক্ষা কোনও দিন নেননি অজিত। এমনকি, ব্যাটের চিকিৎসক হবেন সেটাও কোনও দিন ভাবেননি। ক্রিকেটের প্রতি প্রেম ছিল ছোটবেলা থেকেই। গোয়াবাগানে ক্রিকেট শিখতেন। স্বপ্ন ছিল বড় ক্রিকেটার হওয়ারও। তবে লকডাউনের আগে সল্টলেকে এক বার অনুশীলনে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ব্যাট নেটে আটকে যায়। কাঁধে বড় চোট পান। ব্যাট বা বল কিছুই করতে পারছিলেন না। বেশ কয়েক দিন ও ভাবে বসে থাকার পর সচিন নামে এক বন্ধু পরামর্শ দেন ব্যাট সারাই করার। প্রথমে অজিত রাজি হননি। বললেন, "তখন ভেবেছিলাম, আমার মতো ছেলের কাছে কে আর ব্যাট সারাই করতে দেবে। আর কেনই বা দেবে। তবু আমার সেই বন্ধু পিছু ছাড়েনি। ওর কথায় রাজি হয়েছিলাম। এর পর একটা-দুটো করে ব্যাট সারানোর প্রস্তাব পেতে শুরু করি। তখন কাজ করতাম স্রেফ হাতখরচ জোগাড় করার জন্য। এক-দেড় বছর পর বুঝতে পারলাম, এই কাজের একটা ভবিষ্যৎ রয়েছে। আস্তে আস্তে সেটাকেই ব্যবসা করে ফেলি।" মাঝে হোমগার্ডের চুক্তিভিত্তিক চাকরিও পেয়েছিলেন অজিত। কিন্তু ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে ভেবে সেই চাকরি ছেড়ে দেন। সেটাই জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।বাড়ির থেকে বেশ সাহায্য পেয়েছেন। বাবা-কাকারা ৩০-৪০ বছর ধরে কাঠের কাজ করছেন। আসবাবপত্র তৈরি করেন। তাঁদের কাছ থেকে দেখার ফলে প্রাথমিক একটা ধারণা ছিলই। পাশাপাশি স্থানীয় আরও কিছু কাঠমিস্ত্রিকে দেখে কাজ শেখেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু জিনিস শিখে এবং ব্যাট নিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে এক সময় কাজ শিখে যান। আশেপাশের কিছু ক্রিকেটারের ব্যাট সারাই করে দেন। অজিতের খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেন, "ছোটবেলা থেকে বাবাকে দেখে কাঠের প্রতি একটা ন্যূনতম জ্ঞান তো ছিলই। তা ছাড়া ব্যাট সারাই করতে যে সব যন্ত্রপাতি লাগে তার বেশ কিছু ছিল আমাদের বাড়িতেই। সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই এক সময় শিখে যাই।"

পদ থেকে ছাঁটাই বুমরাহ! ইংল্যান্ড সফরে ভারতের সহ-অধিনায়ক নন তিনি, কেন এই সিদ্ধান্ত বোর্ডের

বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইংল্যান্ড সফরে নতুন সহ-অধিনায়ক পাবেন রোহিত শর্মা। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের সহ-অধিনায়ক ছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে দু'টি টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সিরিজে ভারত যে একমাত্র টেস্ট জিতেছিল সেটি বুমরাহের অধিনায়কত্বে। কিন্তু তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইংল্যান্ড সফরে তাঁকে সহ-অধিনায়কও রাখা হচ্ছে না।বুমরাহের শরীরের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। অস্ট্রেলিয়া সফরে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে। ফলে সিরিজের শেষ টেস্টে পিঠে চোট পান তিনি। সেই টেস্টে প্রথম দিনের পর আর খেলতে পারেননি। তার পর প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে বুমরাহকে। তাঁকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে হয়েছে ভারতকে। আইপিএলের প্রথম কয়েকটি ম্যাচেও খেলতে পারেননি তিনি।চোট সারিয়ে আবার মাঠে ফিরেছেন বুমরাহ। ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরছেন। আইপিএলের পর জুন মাসে ইংল্যান্ড সিরিজ রয়েছে ভারতের। আগামী বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ পর্বে এটি ভারতের প্রথম সিরিজ। সেখানে বুমরাহকে সব টেস্টে খেলানো যাবে না বলে নির্বাচক ও বোর্ডকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বেছে বেছে খেলাতে হবে। সেই কারণেই বুমরাহের উপর থেকে সহ-অধিনায়কত্বের দায়িত্বও সরিয়ে দিতে চাইছে বোর্ড।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক এই বিষয়টি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমরা এমন একজনকে সহ-অধিনায়ক করতে চাইছি যাকে পাঁচটা টেস্টেই পাওয়া যাবে। বুমরাহ পাঁচটা টেস্ট খেলবে না। ওকে না সরালে সিরিজে বার বার সহ-অধিনায়ক বদলাতে হবে। সেটা চাইছি না। অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক সিরিজের সব টেস্ট খেললে দলের সুবিধা।"বোর্ডের ওই আধিকারিকের কথা থেকে স্পষ্ট নতুন করে নেতৃত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে তারা। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত রোহিতের পর বুমরাহের হাতেই ভারতের লাল বলের অধিনায়কত্ব দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর চোট পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু'জনের নাম উঠে আসছে। শুভমন গিল ও ঋষভ পন্থ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শুভমনকে রোহিতের ডেপুটি করা হয়েছিল। পন্থও লাল বলের ক্রিকেটে ভারতের প্রথম পছন্দ।

জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ৫ মে: অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে আইজির নিকট ডেপুটেশনে মিলিত বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল আইজির নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন। জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ২৪৯ টি জেল ওয়ার্ডেনের পদে ইন্টারভিউ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এরপর নির্বাচন ঘোষণার কারণে, নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অপ্রত্যাশিতভাবে স্থগিত করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই দুই বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। দীর্ঘ তিন বছরে প্রায় ২০ বার ডেপুটেশন প্রদান করেও কোন ধরনের সদুত্তর পাননি তাঁরা। তাই বাধ্য হয়ে আজ জেল পুলিশের আইজির কাছে ডেপুটেশন প্রদান করতে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের আবেদন এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক।

১০ লাখের মদ উদ্ধার, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার হাজার বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার করে। বাজেয়াপ্ত মদের বাজারমূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক টাকা হবে। সাথে তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ এক অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে প্রায় সাড়ে চার হাজার বোতল অবৈধ বিলাতি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। উদ্ধারকৃত মদের বাজারমূল্য আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানা গিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, অভিযানে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলো পিংকু নাথ, জগদীশ নাথ ও উত্তম নাথ।
অভিযানটি পরিচালনা করেন কাঞ্চনপুর থানার অফিসার ইনচার্জ উদ্যম দেববর্মা এবং এস আই রাজেশ দাস।

সিধাই-এ দুই কুখ্যাত চোর পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে: ১৮ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের চেইন সহ সিধাই থানার পুলিশের হাতে আটক দুই কুখ্যাত চোর। সিধাই থানার পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সিমনার সোনারাম এলাকার ইন্ডাস্ট্রি বাজারের এক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়ির মালিক লিপিকা দেববর্মা সিধাই থানায় চুরির মামলা দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেন ওনার ঘর থেকে একটি স্বর্ণের চেইন চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার রাতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে সিধাই থানার পুলিশ। ধৃতরা হল জহর পূজাহার ও রিকোশ দেববর্মা। তারা দুইজনই সোনারাম এলাকার বাসিন্দা। ধৃতরা লিপিকা দেববর্মার বাড়ি থেকে ১৮ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের চেইন চুরির ঘটনা স্বীকার করে। যথারীতি পুলিশ স্বর্ণের চেইনটি উদ্ধার করে। ধৃত দুই চোরকে সোমবার আদালতে সোপর্দ করে সিধাই থানার পুলিশ।

গাছ ভেঙে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন বহু পরিবারের ডাম্পার দৌরাত্ম্যে জনজীবন বিপর্যস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ মে: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরের পদ্মপুরের রাস্তায় বড় ডাম্পার গাড়ির বেপরোয়া চলাচল দিনে দিনে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। গতকাল গভীর রাতে একটি ডাম্পার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে থাকা একটি বড় গাছে। সংঘর্ষের জেরে গাছটি উপড়ে পড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে ছিঁড়ে যায় ইলেকট্রিক লাইন। ফলে কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০টি পরিবারের বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসনকে অবহিত করা সত্ত্বেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে রাতে ওভারলোডেড ডাম্পারগুলোর বেপরোয়া গতি নিয়ে চলাচল করে। বারংবার অভিযোগ জানানো হলেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে।
একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'প্রতিদিন রাতেই এই রাস্তায় ডাম্পার গাড়িগুলো বেপরোয়া গতিতে ছুটে চলে। শিশু, বৃদ্ধ, কেউই নিরাপদ নয়। কোনোদিন বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।
এদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে পদ্মপুর রাস্তায় ডাম্পার চলাচলের উপর নজরদারি বাড়ানো হোক ও বেপরোয়া চালকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে গিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে: আজ উত্তর জেলা সফরে গিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন। এই উদ্যোগে শিক্ষার প্রতি নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের এই মানবিক ও উৎসাহব্যঞ্জক কর্মসূচিকে ঘিরে অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী এবং এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের হাতে ফুল, সম্মাননা স্মারক ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভকামনা জানান।
এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উত্তর জেলার নেতৃত্বগণ। তারা জানান, আগামী দিনেও এরকম ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার পরিকল্পনা রয়েছে। এভাবে বাড়িতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সম্মান জানানো এক অনন্য দৃষ্টান্ত, যা অন্যান্যদের মধ্যেও ভালো ফলাফলের অনুপ্রেরণা জোগাবে।'' এই কর্মসূচি শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা।

রাতের আঁধারে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে চুরির চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ মে: রবিবার রাতে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে চুরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে চোরেরা। নৈশপ্রহরীর তৎপরতায় চুড়িকান্ড সংঘটিত করতে ব্যর্থ হয় চোর। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় চোরেরা।
ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রবিবার মধ্যরাতে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দুই চোর মুখে গামছা বেঁধে প্রধান শিক্ষকের রুমে প্রবেশ করে। তখনই তালা ভাঙার শব্দ পায় নৈশপ্রহরীরা। তারা বেরিয়ে দেখেন দুই চোর তালা ভেঙে প্রবেশ করে প্রধান শিক্ষকের রুমে। চিৎকার দিতেই পালিয়ে যায় চোরেরা।
জানা গেছে, সিসি ক্যামেরার সংযোগ বন্ধ করে চুরি করতে চেয়েছিল চোরেরা। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্তে নামে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই শিক্ষক অভিভাবক মহল ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা দাবিতে ছৈলেংটা-ছামনু সড়ক অবরোধ

আগরতলা, ৫ মে: দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল, বেহাল রাস্তা এবং বিদ্যুত পরিষেবার কষ্টে ভুগছে ছামনু ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম নাতিন মুন পশ্চিম গোবিন্দ বাড়ি, পূর্ব গোবিন্দ বাড়ি, উওর লংতরাই এলাকার জনগণ। আজ বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা, রাস্তা সংস্কার এবং পানীয় জলের দাবিতে ছৈলেংটা- ছামনু সড়ক অবরোধে বসেন স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ছামনু ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম নাতিন মুন পশ্চিম গোবিন্দ বাড়ি, পূর্ব গোবিন্দ বাড়ি, উওর লংতরাই এলাকায় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন যাবত পানীয় জল সহ রাস্তা ও বিদ্যুতের সংকটে ভুগছেন। এ বিষয়ে একাধিকবার পঞ্চায়েতের প্রধান সহ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সনের নিকট জানিয়েও কোন প্রতিকার না পান নি তাঁরা। তাছাড়া, বেশ কয়েক মাস আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওই এলাকাগুলি সফরে গেলে জনগন পানীয় জল, রাস্তাঘাটের বেহাল দশা এবং বিদ্যুৎ এর সমস্যা গুলি তুলে ধরে দাবি জানায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিও দেন সমস্যা সমাধানের। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির প্রায় সাত আট মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আজও এই গ্রাম গুলির সমস্যা গুলি সমাধান করা হয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে এদিন রাস্তা আটকে বিক্ষোভে সামিল হয় জনগণ। এর ফল যাত্রী দুর্ভোগ চরমে উঠে। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করা হোক। এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং দ্রুততার সহিত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

আগামী পাঁচদিন ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাতের হলুদ সর্তকতা জারি

আগরতলা, ৫ মে: আগামী পাঁচদিন দক্ষিণ রাজ্যের সব জেলায় হলুদ সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও মাঝারি বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা বাতাসের গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, একটি ঘূর্ণিঝড় পূর্ব আসাম এবং প্রতিবেশী এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১.৫ কিলোমিটার উপরে অবস্থান করছে। তাতে, পূর্ব-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড জুড়ে পূর্ব রাজস্থান থেকে উত্তর বাংলাদেশ পর্যন্ত চলে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১.৫ কিলোমিটার উপরে বিস্তৃত।
গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার সব জেলাগুলিতে খুব হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষিণ জেলা, পশ্চিম, খোয়াই, উত্তর জেলাগুলিতে খুব হালকা বৃষ্টি সহ শুষ্ক আবহাওয়া রয়েছে। আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় কোন বড় পরিবর্তন নেই এবং এটি স্বাভাবিকের উপরে ছিল। আজ সর্বোচ্চ ৩৪.৬ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর থেকে আরো জানানো হয়েছে, আগামী দিন পাঁচদিন ঊনকোটি জেলা, ধলাই, খোয়াই, পশ্চিম জেলায় হলুদ সর্তকতা জারি করেছে। পাশাপাশি, কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি সহ বজ্রবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা বাতাসের গতিবেগ ৩০-৪০ কিমি প্রতি ঘন্টায় পৌঁছানোর সাথে একটি বা দুটি জায়গায় সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজীবের সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে অ্যাম্বুলেন্স প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ মে: পাইওনিয়ার ইয়ুথ ক্লাবের উদ্যোগে চালু হওয়া অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। রাজ্যসভা সংসদ উন্নয়ন তহবিলের আর্থিক সহায়তায় পাইওনিয়ার ইয়ুথ ক্লাবের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আজ থেকে শুরু হয়েছে। এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার মাধ্যমে কদমতলা কুর্তি বিধানসভা এলাকার মানুষ অনেকটা সুবিধা পাবে এমনটাই নিজ বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।
বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই অ্যাম্বুলেন্স সুসজ্জিত রয়েছে এবং তার পাশাপাশি এই অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে গোটা বিধানসভা এলাকায় মানুষ অনেকটা সুবিধা পাবে। আজকে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সূচনা হয়েছে। গোটা বিষয়টাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে এলাকার প্রত্যেকের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।
বিশেষ করে পাইওনিয়ার ইয়ুথ ক্লাবের যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন আজকের এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করতে পেরে অনেকটা খুশি।
এদিন কদমতলা কুর্তি বিধানসভার বড়গোল এলাকায় অবস্থিত পাইওনিয়ার ইয়ুথ ক্লাব কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এদিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ,উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যা ভূষণ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, বিজেপি দলের কদমতলা কুর্তি মন্ডল সভাপতি বিমল পুরকায়স্থ, জেলা সভাপতি কাজল দাস, প্রদেশ কমিটির নেতৃত্ব দিলীপ তাঁতি সহ অনান্যরা।

জিবির পরিষেবা নিয়ে ফের প্রশ্নচিহ্ন

আগরতলা, ৫ মে: আবারও রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালে অব্যবস্থাপনার চিত্র উঠে এলো সামনে। আজ দুপুরের দিকে হাসপাতালের মূল ভবনের বাইরের চত্বরে দেখা যায়, এক মুমূর্ষ অবস্থায় এক রোগী মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছেন। অথচ আশপাশে উপস্থিত চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসেননি সাহায্য করতে।
এই ঘটনায় হতবাক হয়ে পড়েন অন্যান্য রোগী ও তাদের পরিজনেরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় রোগীটি মাটিতে পড়ে থাকলেও কেউ কোনো উদ্যোগ নেয়নি তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার বা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার। রোগী সেখানে কীভাবে এলেন, কেনো তিনি এভাবে পড়ে রয়েছেনসে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেননি কেউ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। স্থানীয়দের মতে, এমন অমানবিক চিত্র একটি সরকারি হাসপাতালের কাছে কাম্য নয়। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে, যা ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

আগামীর প্রত্যাশায় সমাপ্ত ঘিলাতলির এনএসএস শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ মে: সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল কল্যাণপুরের ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস- র বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির। বিগত মাসের ২৯ তারিখ উদ্বোধন হওয়ার পর এলাকায় সাফাই অভিযান, নেশা বিরোধী কর্মসূচি, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জন জাগরণ তৈরি করার জন্য নাটক প্রদর্শন ,বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা, বৃক্ষ রোপনের উপর গুরুত্ব আরোপ ,পরিবেশ রক্ষায় সকল অংশকে এগিয়ে আসার আহ্বান, প্লাস্টিক বিরোধিতার আহ্বান ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচিকে একত্রিত করে এনএসএস এর এই বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির বিদ্যালয় সহ গোটা এলাকাকে দারুনভাবে আলোড়িত করে। এদিকে শিবিরের সমাপ্তি দিনে বিদ্যালয়ের হলঘরে এই সময়ের মধ্যে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা চক্রে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাড়াও সমাজের অন্যান্য বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। সার্বিক অর্থে এই এনএসএস আয়োজিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে শিবিরে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বলিষ্ঠ বক্তব্য হচ্ছে এই শিবির গুলো একদিকে যেমন তাদেরকে মানবিকতার টানে আকৃষ্ট করে সমাজের প্রতি মনোযোগী করে তোলে। ঠিক একইরকমভাবে আগামীদিনে মানুষের মতো মানুষ হয়ে সমাজকে ভরসা যোগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে।
সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সাথে কথা বলার সময় বিদ্যালয়ের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে বরাবরের মতো ঘিলাতলি বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট শুধুমাত্র সাত দিনের জন্য নিজেদের কর্মসূচিকে সীমাবদ্ধ না রেখে আগামী দিনেও নিরন্তর ভাবে সমাজের পাশে থাকবে।

কৃষকদের হাতে কৃষিজ যন্ত্রাংশ বিতরণ

বিলোনিয়া, ৫ মে : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে কৃষকদের মধ্যে কৃষিজ সামগ্রী বিতরণ করা হলো। কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে সোমবার বিলোনিয়ার কৃষি দপ্তরের জেলা গোডাউনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যন্ত্রাংশ বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভার বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জেলাপরিষদের সহসভাধিপতি তপন দেবনাথ, বিজেপির মন্ডল সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুজিত দত্ত, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, কৃষি দপ্তরের গুদামের ইনচার্জ সুধা মগ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।
এদিনের কর্মসূচিতে জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকার ৪০ জন কৃষকের হাতে মিনি পাওয়ার উইডার এবং ৬০ জন কৃষকের হাতে স্প্রে মেশিন তুলে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রাংশগুলো কৃষকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে দক্ষিণ জেলাপরিষদের তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করে। জানানো হয়েছে, প্রতিটি মিনি পাওয়ার উইডার মেশিনের মূল্য ৭৫ হাজার টাকা এবং প্রতিটি স্প্রে মেশিনের মূল্য ৫ হাজার ৫০০ টাকা।
কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়। বক্তারা জানান, কৃষকদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং নিয়মিতভাবে কৃষিজ সামগ্রী বিতরণের মতো কর্মসূচি চলতে থাকবে।
অনুষ্ঠানে বক্তারা কৃষকদের উদ্দেশে সরকারি প্রকল্পের যন্ত্রাংশ যথাযথভাবে ব্যবহার করার এবং বিক্রি না করার পরামর্শ দেন।
এই কর্মসূচিতে যন্ত্রাংশ হাতে পেয়ে জোলাইবাড়ীর কৃষকরা অত্যন্ত খুশি। তারা জানান, এসব যন্ত্র তাদের চাষবাসে অনেক সুবিধা এনে দেবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক ২ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ মে: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৪- ২৫, ইং শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হয় ৩০ এপ্রিল। উক্ত ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর জানা গেলো কলমচৌড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তার নাম বিশ্বজিৎ সরকার, সে মাধ্যমিকে ৯৫.৮ু নম্বর পেয়েছে, অর্থাৎ ৫০০ মধ্যে ৪৭৯ পেয়ে কৃতি স্থান দখল করেছে। আজ বেলা ১.৩০ মিনিটে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগের পাঁচজন বালিকা, একজন বালক দ্বিতীয় বিভাগে, চারজন বালিকা, একজন বালক মাধ্যমিকে ফলাফল অর্জন করেছে করেছে। আরেকজন ছাত্রী কলা বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪ ৮৬ নম্বর পেয়েছে, তার নাম তনুশ্রী সাহা, ৯৫.৮ু সেও প্রীতির তালিকায় স্থান দখল করেছে। সিপাহী জেলার ডিসটিক এর মধ্যে ওরাই প্রথম এবং রাজ্যের টপ টেনের মধ্যে স্থান দখল করা প্রবল সম্ভবনা।
তাছাড়া স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম বিভাগ চারজন বালিকা, এবং একজন বালক উত্তীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে পাঁচজন বালিকা এবং ১জন বালিকা উত্তীর্ণ হয়েছে। উক্ত ফলাফলে খুশি হয়ে কলমচৌড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শান্তি দেববর্মা এবং, বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান সদস্যরা মিলে দুই কৃতি সন্তানকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজকের এই কৃতি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিদ্যালয়ের এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান চন্দনা সূত্রধর সরকার।

সোমবার নাগিছড়াস্থিত টিএফডিপিসি ফ্যাক্টরি গেটে সামনে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচি ও র‍্যালি সংগঠিত করেন। তাকমাছড়া, নাগিছড়া ও রাতাছড়ার সকল কর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল ও চেয়ারম্যান প্রমোদ রিয়াংকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas